

নারীশক্তির অপমানে প্রধানমন্ত্রীকে বঁধলেন রাহুল-প্রিয়ান্কা গান্ধী



নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর ৪ ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে ‘নারী বিদ্বেষ’! দিল্লিতে আফগানিস্তানের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকির সাংবাদিক বৈঠকে ঢুকতে দেওয়া হল না কেনও মহিলা সাংবাদিককে! এত বড় বৈষম্যমূলক ঘটনা ভারত সরকারের নাকের ডগায় ঘটে গেল অথচ নয়াদিল্লি প্রতিবাদ করল না! স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ বিরোধী শিবির। কেন্দ্রের অবস্থান স্পষ্ট করার দাবি তুলছে ইন্ডিয়া জোট। বিরোধীরা প্রশ্ন তুলল, কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদির সরকারও কি তালিবানি মানসিকতাকে সমর্থন করে? ২০২১ সালে আফগানিস্তানে তালিবান ক্ষমতায় আসার পর মহিলাদের সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়েছে কট্টর মৌলবাদী সরকার। সেখানকার মহিলারা একা রাস্তায় বেরোতে পারেন না। মেয়েদের স্কুল কিংবা উচ্চশিক্ষায় দাঁড়ি টানা হয়েছে। বাইরে কাজ করার অধিকার কেড়ে নিয়ে মহিলাদের গৃহবন্দি করা হয়েছে। নিয়ম অমান্য করলে রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি। এহেন কট্টর মৌলবাদের দেশের প্রতিনিধিত্বকে প্রদান করতে দিল্লিতে মুত্তাকির সাংবাদিক বৈঠকে মহিলাদের প্রবেশ করতে না দেওয়া শুধু তালিবানের নারী বিদ্বেষকে সমর্থন যোগানো নয়, মোদা কেন্দ্রের তরফে ভারতীয় মহিলাদের ‘অপমান’ বলে অভিযোগ উঠছে। যেখানে উপস্থিত ছিলেন মোদা বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। ঘটনায় প্রবল ক্ষুব্ধ বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী বলছেন, আপনি মহিলা সাংবাদিকদের প্রকাশ্য সম্মেলনে প্রবেশের অধিকার হিনিয়ে নিয়ে দেশের সব নারীকে বুঝিয়ে দিলেন, যে তাদের হয়ে অবস্থান নেওয়ার মতো শক্তি আপনার নেই। আপনি মেয়েদের হয়ে আওয়াজ তোলার জন্য বড়ই দুর্বল প্রধানমন্ত্রী। রাহুলের বক্তব্য, আমাদের দেশে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীদের সামান্যিকার রয়েছে। কিন্তু এ নিয়ে নীরবতা আপনার নিষেধ বিশ্বাসকেই তুলে ধরছে। নারী শক্তি নিয়ে আপনার স্লোগান যে আদর্শেই অস্ত্র সারস্বত্যা তা ফাঁস করে দিয়েছে। প্রিয়ান্কা গান্ধী বলছেন, এই দেশের মেরুদণ্ড এবং গর্ব নারীরা। সেখানে নারীদের এই অপমান কীভাবে সহ্য করলেন প্রধানমন্ত্রী। মোদিজ সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রের সারিয়ে দেওয়া নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করুন। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের প্রশ্ন, এটাই কি দেশের বিদেশনীতি? এমন এক সরকারকে মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে, যাদের হাতে আফগান মহিলাদের রক্ত লেগে আছে। এটা ভারতের জন্য চরম অপমানের। যদিও কেন্দ্র গোটা ঘটনা থেকে দায় বেড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। মোদি সরকারের বক্তব্য, ওই সাংবাদিক সম্মেলনের অননুপ্রণ আফগান দূতাবাস থেকে পাঠানো হয়েছিল। তাছাড়া দিল্লিতে আফগান দূতাবাস ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণের অধীনে পড়ে না। সেখানে কী হচ্ছে তাতে ভারত সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। কিন্তু তাতে বিতর্ক এড়ানো যাচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রের শীর্ষ নেতামন্ত্রীরও নীরব।

গৃহযুদ্ধের আগুন পাকিস্তানে! রক্তাক্ত ইসলামাবাদ,মৃত ১১

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর ৪ জনরোয়ে নাজেহাল পাকিস্তানের শাহবাজ সরকার। অধিকৃত কাশ্মীর, বালোচিস্তানের পর এবার রাজধানী ইসলামাবাদেও দ্রোহের আগুন। আমেরিকার পুতুল হয়ে বসে থাকা রাষ্ট্রবাজ শরিক, আসিম মুসলিমের বিরুদ্ধে ইসলামাবাদে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে পাকিস্তানের কটরপন্থী সংগঠন ‘তেহরিক-ই পাকিস্তান’। সেই অভিযানের দ্বিতীয় দিনে ফের রক্ত ঝরল রাজধানী ইসলামাবাদে। রাওয়ালপিন্ডিতেও ছড়িয়েছে হিংসার আগুন। এই ঘটনায় পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের, আহত অন্তত ৫০। পরিস্থিতি যে পথে এগোচ্ছে তাতে পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা করছে ওয়াকিবহাল মহল।

টিএলপির অভিযোগ, আমেরিকার মদতে গাজায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েল। অথচ পাকিস্তান সরকার তার বিরোধিতা না করে আমেরিকার পুতুল হয়ে কাজ করছে। শাহবাজ ও মুনিরের এহেন আচরণের বিরুদ্ধেই ইসলামাবাদে মার্কিন দূতাবাস ঘেরাওয়ার ডাক দেওয়া হয় টিএলপির তরফে। পরিস্থিতি হাতের বাহিরে চলে যাওয়ার আশঙ্কায় আগেই ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা হয় ইসলামাবাদে। এরপর শুক্রবার সকাল থেকে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হন ইসলামাবাদে। মার্কিন দূতাবাসের উদ্দেশ্যে তারা রওনা দিলে তৎপর হয়ে ওঠে পুলিশবাহিনী। কাদানে গ্যাস, লাঠি চার্জের পাশাপাশি গুলিও ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। সেই ঘটনায় মৃত্যু হয় ২ জনের। শনিবারেও পরিস্থিতিতে কোনও বদল আসেনি। টিএলপির দাবি, শনিবার সকাল পর্যন্ত ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। বহু জায়গায় ব্যাপক গোলাগুলির শব্দ শোনা গিয়েছে। অনাদিল্কে, বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধেও ব্যাপক পাথর ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে। যার জেরে বহু পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। লাহোরের আজাদি চক এলাকায় বিক্ষোভকারীরা পুলিশের একাধিক পুলিশের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ব্যাপক জনরোষ ঠেকাতে ইসলামাবাদের রেড জোনকে কার্যত দুর্গে পরিণত করা হয়েছে। ইসলামাবাদের মার্কিন দূতাবাস তো বটেই লার্কহোর, করাচি এবং পেশোয়ারে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসগুলিতেও কড়া সতর্কতা জারি করেছে পাক সরকার। ইসলামাবাদের সমস্ত হোটেল খালি করে দেওয়া হয়েছে। ইসলামাবাদের মার্কিন দূতাবাসের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে, ‘ বিক্ষোভের জেরে রাস্তাঘাট বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি যান লম্বাচলে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিক্ষোভের সময় অজানা। পাকিস্তানে অবস্থিত মার্কিন নাগরিকদের উদ্দেশ্যে বার্তা তাঁরা যেন এই সমাবেশ এড়িয়ে চলেন ও আশেপাশের পরিস্থিতি সম্পর্কের সচেতন থাকেন।’

আমেরিকা-রাশিয়াকে জিঙ্গেস করুন’, ভারত বসেই পাকিস্তানকে চরম হুঁশিয়ারি তালিবান মন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর ৪ প্রাচীনকাল থেকেই বিশেষ শক্তির বধ্যভূমি হয়ে থেকেছে আফগানিস্তান। রাশিয়া থেকে শুরু করে আমেরিকা বহু দেশে চেষ্টা করেছে এই ভূখণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করার। প্রতিবার বিশেষ শক্তিকে পরাস্ত করে শাসকের মনসদে বসেছে তালিবান। ভারতের মাটি থেকে এবার সরাসরি পাকিস্তানকে হুমকি আফগানিস্তানের। আফগানিস্তানকে কোনও দেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না, সাফ জানিয়ে দিলেন আফগান বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি। সাংবাদিক সম্মেলনে মুত্তাকির সরাসরি হুঁশিয়ারি, ‘ সাহসকে পরখ করার চেষ্টা করবেন না। আমেরিকা-রাশিয়াকে জিঙ্গেস করুন। বৃহস্পতিবার রাতে, কাবুলে হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। আফগান ভূখণ্ড থেকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হামলা করার। প্রতিবার বিশেষ শক্তিকে পরাস্ত করে শাসকের মনসদে বসেছে তেহরিক-ই-তালিবান (পাকিস্তান)-এর ঘাঁটিতে হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। মুত্তাকি জানিয়েছেন, সীমান্তের কাছে দুর্গম এলাকায় হামলা চালানো হয়েছে। আমরা মনে করি পাকিস্তান ভুল করেছে। প্রায় ৪০ বছর পরে অবশেষে উন্নতি এবং শক্তির পথে এগোচ্ছে আফগানিস্তান। আফগানদের সাহসের পরীক্ষা না নেওয়াই ভালো। যদি কেউ তা করতে

দেশরক্ষায় শহিদ বাংলার দুই জওয়ান পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ অক্টোবর ৪অনন্তনাগে সেনাবাহিনীর অভিযানে তুয়াররঝড়ে মর্যে পড়ে শহিদ হয়েছে বাংলার দুই জওয়ান। একজন মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা পলাশ ঘোষ (৬৮) অন্যজন বীরভূমের সুজয় ঘোষ (২৮)। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে পোস্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দিলেন পাশে থাকার বার্তা। মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ‘ শোকসন্তপ্ত পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। এই শোকের সময়ে আমাদের সরকার দুই পরিবারকেই সম্ভাব্য সকল সহায়তা করবো।’ বৃথবার কাশ্মীরের দক্ষিণ অনন্তনাগের গাদুলে আতঙ্কবাদী নিকেশ অপারেশন চলায় সেনাবাহিনী। সেই অভিযান দলে ছিলেন বাংলার দুই প্যারা কমান্ডো। ল্যান্স হাবিলদার পলাশ ঘোষ (৬৮) ও ল্যান্স নায়ক সুজয় ঘোষ (২৮)। অভিযানের সময় তুয়াররঝড়ের মধ্যে পড়েন তারা। নির্বোধ হয়ে যান পলাশ ও সুজয়। দুই প্যারা কমান্ডোর পাশে তন্নান্নি চালাতে থাকে সেনাবাহিনী। বরফাবৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় পলাশকে। আইসিইউতে থাকাকালীন মৃত্যু হয়।



সন্ত্যসবিরোধী অভিযানের সময় চরম প্রতিকূল আবহাওয়া ও তুয়াররধসে আমাদের বাংলার দুই সাহসী প্যারা-কমান্ডোর শহিদ হওয়ার ঘটনায় আমি শোকাহত। এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্স হ্যাণ্ডলে লেখেন, ‘জন্ম ও কাশ্মীরের অনন্তনাগে সন্ত্যসবিরোধী অভিযানে প্রতিকূল আবহাওয়া ও তুয়াররধসে

আমাদের বাংলার দুই সাহসী প্যারা-কমান্ডোর শহিদ হওয়ার ঘটনায় আমি শোকাহত। বীরভূমের ল্যান্স নায়ক সুজয় ঘোষ এবং মুর্শিদাবাদের ল্যান্স

গোটা দেশেই বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে বেসরকারি সংস্থা!

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর ৪ দেশের বিদ্যুতের বাজার বেসরকারি সংস্থার জন্য খুলে দিতে চায় কেন্দ্র। এ বিষয়ে নতুন একটি বিল আনতে চলছে নরেন্দ্র মোদি সরকার।এক প্রতিবেদনে বলা হচ্ছে, ধুকতে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বিদ্যুৎ সংস্থাগুলির উপর থেকে হাত তুলে নিতে চাইছে সরকার। বদলে বেসরকারি সংস্থাকে বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব দিলে তাতে গ্রাহক এবং সংস্থা দুই পক্ষেরই সুবিধা হবে। এই মুহূর্তে দেশের হাতেগোনা কয়েকটি এলাকা ছাড়া বেশিরভাগ এলাকাতেই বিদ্যুৎ সরবরাহ করে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা। রাজধানী দিল্লি সংলগ্ন এলাকা, গুডিশা, মহারাষ্ট্র, গুজরাটের মতো রাজ্য বা কলকাতার মতো শহরে বেসরকারি সংস্থা বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। বাকি দেশের বেশিরভাগ প্রান্তেই রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। এই সংস্থাগুলির বেশ কয়েকটি লোকসানে চলছে। অধিকাংশ সংস্থা লুপ-লুপ। বহু ক্ষেত্রেই ঋণের বোঝা বইতে হচ্ছে সরকারকে।এই সব এলাকায় বেসরকারি বিদ্যুৎ পরিষেবার রাস্তা খুলে দিতে পারে কেন্দ্র। সংবাদসংস্থা রয়টার্সের দাবি অনুযায়ী বিদ্যুৎ মন্ত্রক নতুন যে বিলের খসড়া প্রস্তুত করেছে সেই খসড়া অনুযায়ী, সব এলাকায় বেসরকারি সংস্থা বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারবে। এবং একই এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য একাধিক সংস্থা দখল ডাকতে পারবে। বর্তমান আইনে এর সংস্থান ছিল না। সরকারের বক্তব্য, এর ফলে সমস্যা ভালো পরিষেবা দেওয়া নিয়ে সংস্থাগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা যাবে। আর তাতে লাভবান হবেন গ্রাহকেরা। অনেকে আবার বলছেন, নতুন এই আইন এলাকা গ্রাহকদের খরচ বাড়বে অনেকটা। উন্নত লাভবান হবে আদানি, টাটা বা সিইএসসির মতো কোরেট সংস্থাগুলি। আসলে যে কোনও সংস্থার ক্ষেত্রেই বেসরকারিকরণের ফলে খরচ বাড়ার একটা আশঙ্কা থাকে। আশঙ্কা থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার কর্মীদের নিয়েও।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের রিপোর্ট

এআই-র জন্য এশিয়ার সাত শতাংশ চাকরি বিলুপ্তি হবে

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর ৪ নতুন শতাব্দীর শুরুতে বড় বদলের মুখে পড়েছিল মানব সভ্যতা। কম্পিউটার বিপ্লব তসহ অন্তর্জালের ফাঁদে খাবি খাওয়ার দশা হয়েছিল। অনেকেই (বিশেষত প্রবীণ এবং মধ্য বয়স্করা) নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেননি। চাকরি হারান বহু মানুষ। নতুন করে সেই সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে কৃত্রিম মেথার (এআই) যুগে। এআই যে বাস্তবিক বিশ্বজুড়ে বিপুল ভাবে চাকরির বাজারে প্রভাব ফেলবে, এবার সেকথা জানিয়ে দিল বিশ্ব ব্যাঙ্ক। কতটা বিপজ্জনক সেই প্রভাব? সম্প্রতি ‘সিউথ এশিয়া ডেভেলপমেন্ট আপডেট, জবস, এআই অ্যান্ড ট্রুড’ নামের একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেছে বিশ্বব্যাঙ্ক। এই রিপোর্টে এশিয়ার ছয়টি দেশ যথাক্রমে ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, উটান, মালদ্বীপ এবং শ্রীলঙ্কার তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, এই দেশগুলিতে সাত শতাংশ চাকরি ময়ে নেবে এআই! আরও বলা হয়েছে, এআই প্রযুক্তির কারণে ব্যবসায়িক সংস্থা এবং তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের ‘শিক্ষিত’ এবং তরুণ কর্মীরা বুদ্ধির মুখে পড়বেন। বিশ্ব ব্যাঙ্কের রিপোর্টে আশঙ্কা করা হয়েছে, বিশ্বের উন্নয়নশীল অর্থনীতির ১৫ শতাংশ চাকরি নিশ্চিহ্ন হতে পারে এআই অগ্রাঙ্গনোবিশ্ব ব্যাঙ্কের রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, সংস্থাগুলি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে অফিসের কাজ অনেকাংশে কমিয়ে দেবে। যাঁরা হিসাবের (অ্যাকাউন্টস) কাজকর্ম করেন বা গ্রাহক সহায়তা (কাস্টোমার সার্ভিস) পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত, তাদের কাজ হারানোর সম্ভাবনা প্রবল। বিপদে পড়তে পারেন উচ্চ আয়ের দক্ষ কর্মীরা। এক্ষেত্রে ‘খনিদের তুলনায়’ গরীব-রা (নিম্ন আয়ের চাকরিজীবীরা) সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছেন। তথাপি অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের চাকরি হারানোর সম্ভাবনা কম।

রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১১ অক্টোবর ৪ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক ই আর ও নিয়োগ নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় নির্বাচন কমিশন রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছে। কমিশনের তরফে মুখ্যসচিব নরোজ পন্থ কে লেখা চিঠিতে এই সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এইদিকে কমিশনের চিঠির প্রেক্ষিতে মুখ্যসচিব সব জেলা নির্বাচনী আধিকারিক বা জেলাশাসকের কাছে চিঠি পাঠিয়ে এই নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম হয়েছে কিনা তা জানতে চেয়ে সমস্যার দ্রুত সমাধান করে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট পাঠানোর কথা বলেছেন বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য কমিশনের নির্দেশ কে অমান্য করে সিনিয়র আধিকারিকদের বসিয়ে জুনিয়র আধিকারিকদের ই আর ও পদে নিয়োগ করা হয়েছে বলে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী গতকাল এক্স হ্যাণ্ডলে অভিযোগ করেছিলেন।

জোটে জায়গা না পেয়ে বিহারে ১০০ আসনে লড়াইয়ের ঘোষণা ওয়েইসির

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর ৪ ইন্ডিয়া জোটের কাছে প্রত্যাখ্যান হওয়ার পরে এবার একা লড়াই করার বার্তা দিল এআইএমআইএম। বিহার নির্বাচনের আগে ১০০ আসনে একা লড়ার কথা ঘোষণা করেছে



এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি। গত নির্বাচনে মাত্র ২০ আসনে লড়েছিল তাঁর দল। হায়দ্রাবাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতীর দল বিএসপি এবং উপে গুদ কুশওয়াহার প্রাক্তন দল আরএলএসপি-র সঙ্গে জোট বেঁধে ভোট লড়ে এআইএমআইএম। উপেন্দ্র কুশওয়াহা রাষ্ট্রীয় লোক দল নামের নতুন দল গঠন করে এনডিএ-তে যোগ দিয়েছেন। গত নির্বাচনে ২০ আসনে লড়াই করে পাঁচ আসনে জেতে

এআইএমআইএম। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ওয়েইসির দল আসলে আরজেডি, কংগ্রেস এবং ব্রাহ্মণের ভোট ব্যঞ্চে থাকা বসিয়েছে। এই দলগুলির মূল ভোট ব্যঞ্চে যাদব এবং মুসলিমরা। সিল্লচলের বেশ কিছুসংসদ মুসলিমদের আঁধার রয়েছে। সেই অঞ্চলে এআইএমআইএম মুসলিম ভোট ব্যঞ্চে কিছুটা অংশও নিজেদের দখলে আনতে পারেন তা আসলে বিজেপি-কে সাহায্য করবে বলেই সকলের ধারণা। বিশেষজ্ঞদের মত, বিহারে মোট জনসংখ্যার ১৭ শতাংশেরও বেশি মুসলিম। কিন্তু রাজ্য বিধানসভায় তাঁরা কখনও সেই আনুপাতে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পাননি। এআইএমআইএম এই সমস্যাকেই কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। আগামী নভেম্বরেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন। দুই দফায় ছয় এবং ১১ নভেম্বর ভোট গ্রহণ হবে। আর গণনা হবে ১৪ নভেম্বর। ভোটার আগে এই প্রতিক্রিয়া ভোটারদের মধ্যে উদ্দান তৈরি করেছে।

তেজস্বীর বিরুদ্ধে প্রার্থী হচ্ছেন পিকে! ‘ আমোঠির মতো হাল হবে’, হুঁশিয়ারি জন সুরজ নেতার

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর ৪দলের প্রথম প্রার্থীতালিকায় তিনি নিজের নাম রাখবেন। ৫১ আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণার পর জল্পনা শুরু হয়েছে বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে আদৌ লড়বেন তো প্রশান্ত কিশোর? সেই জল্পনার মধ্যেই হুসার ছাড়লেন পিকে। তাঁর ইঙ্গিত, তিনি সরাসরি লড়তে পারেন ইন্ডিয়া জোটের মুখে তেজস্বী যাদবের বিরুদ্ধে।এই মুহূর্তে তেজস্বী পারিবারিক গড় রাযোপুরের বিধায়ক। ওই কেন্দ্র থেকে লড়ে অতীতে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন লালুপ্রসাদ যাদব। ওই কেন্দ্র থেকে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন রাবড়ি দেবী। তেজস্বী নিজেও দুবার ওই কেন্দ্রের বিধায়ক হয়েছেন। ২০১৫ সালে এই আসন থেকেই নিজের রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করেন তেজস্বী। ২০২০ সালের

বিধানসভা নির্বাচনে যাদব পরিবারের গা। বলে পরিচিত রাযোপুর থেকে প্রায় ৬৮ হাজার ভোটে জেতেন তেজস্বী। সেই নির্বাচনে বিজেপি-র সতীশ কুমারের হারান তিনি। বেশ কিছুদিন তার জল্পনা তেজস্বীকে এবার তাঁর কেন্দ্রেই চালেঞ্জ জানাতে চান প্রশান্ত কিশোর। বিহারের রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন, ওই রাযোপুর কেন্দ্রে লড়াই করার প্রস্তুতি সেয়ে ফেলেছেন পিকে।পিকের রাযোপুরে লড়া নিয়ে জল্পনার মধ্যে আবার শোনা যাচ্ছে, রাযোপুরের পাশাপাশি আরও একটি আসনে লড়তে পারেন তেজস্বী। সেই আসনটি হচ্ছে মধুবনীর ফুলপরশ। আরজেডির সূত্র বলছে, মধুবনী নীতীশ কুমারের জেলা। এই ফুলপরশ নীতীশের কাছের কেন্দ্র। তাই তাঁর

সঙ্গে সরাসরি লড়াইয়ের বার্তা দিতে তেজস্বী ফুলপরশে লড়তে চান। যদিও পিকে-র বক্তব্য, এসব নয়, রাযোপুর থেকে হারের ভয়েই নিরাপত্তা আনন খুঁজে বেড়াছেন আরজেডির শীর্ষ নেতা। প্রশান্ত কিশোর বলেন, আমি রাযোপুর নিয়ে এখনও সিক্তান্ত নইনি। সেখানে যাব। মানুষের কথা শুনব, তারপর সিদ্ধান্ত। এরপরই পিকের হুঁশিয়ারি, আমি যদি রাযোপুর আসন থেকে লড়াই করি, তাহলে তেজস্বী যাদবকে দুটো আসন থেকে লড়াই করতেই হবে। তাহলে আমোঠিতে রাহুল গান্ধীর যা দশা হয়েছিল, সেটাই রাযোপুরে তেজস্বীর হবে। বক্তৃত পিকে যদি রাযোপুরে লড়েন, তাহলে তেজস্বীর জন্য লড়াই বেশ কঠিন হতে পারে।



বলতে পারবে আফগানিস্তান কী করতে পারে। সাম্প্রতিক অতীতে চিড ধরেছে আফগান-পাক সম্পর্কে। সীমান্ত

পেরিয়ে জঙ্গি হামলার অভিযোগ তুলেছে দুই পক্ষই। দুই দেশের সরকারের সুপার্কের ফটাকে কাজে লাগতে এবার উদ্যোগী হয়েছে ভারত। প্রথমবার ভারত সফরে এসেছেন তালিবান সরকারের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি। শুক্রবার দিল্লিতে তাঁর সঙ্গে বৈঠক করেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। পাকিস্তানের সীমান্ত সুরক্ষার শিকার হয়েছে ভারত-আফগানিস্তান দুই দেশই! তাই সন্ত্যসদমনে নয়াদিল্লি হোক।বৈধক দুই শর্তে দুই ঘণ্টা বাজি পোড়ানোর আবেদন জানিয়েছেন মেহতা। প্রথমটি হল ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের অনুমোদিত পরিবেশ

ইস্যুতে পাকিস্তানকে সরাসরি তোপ দেগে মুত্তাকি বলেন, আমরা পাকিস্তান সরকারকে সতর্ক করতে চাই, এই পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধান হবে না। আফগান ভূখণ্ডে পাকিস্তানের যেকোনও কার্যকলাপের নিন্দা জানাই। আফগান জনগণের ষের্থ এবং সাহসকে চ্যালেঞ্জ করা উচিত নয়। তালিবান বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে জয়শংকর আরও জানিয়েছেন, খুব দ্রুত কাবুলে পুরোমাপের দূতাবাস চালু করে দেবে ভারত। এছাড়াও আফগানিস্তানের স্বাধ্বাধাতে নতুন ৬টি প্রকল্প শুরু করা হবে ভারতের তরফে ‘বন্ধুত্বের’ নিদর্শন হিসাবে।

অখিলেশের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট বন্ধ প্রসঙ্গে বললেন বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবরঃ সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড হওয়া নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরঙ্গ। বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে সমাজবাদী পার্টির নেতারা। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেছেন, এক্ষেত্রে সরকারের কোনও ভূমিকা নেই।শনিবার অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, এই পদক্ষেপ নিয়েছে ফেসবুক। এতে সরকারের কোনও ভূমিকা নেই। তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে একটি রি আপত্তিজনক পোস্ট করা হয়েছিল, যে কারণে ফেসবুক নিজস্ব নীতি অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উল্লেখ্য, পরে অবশ্য অখিলেশের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে সাসপেনশন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

অমিতাভ বচ্চনকে জন্মদিনের অভিনন্দন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের



কলকাতা, ১১ অক্টোবর, (হি.স.)ঃ কিংবদন্তি অমিতাভ বচ্চন জি-কে জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা! আপনার সুস্বাস্ত, সুখ এবং আমাদের সকলের জন্য আরও অনেক অনুপ্রেরণামূলক বছর কামনা করি। শনিবার এক্সভার্ডায় এই মন্তব্য করতেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা। বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, ১৯৮৪ সালে আমরা দু’জনেই প্রথমবারের মতো ভারতীয় সংসদের সদস্য হয়েছিলাম। তখন থেকে অমিতাভ জি-র সাথে আমার যে স্নেহপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে, তা আমি লালন করি। তিনি এবং জয় জি কলকাতা অতির্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে তাদের মনোমুগ্ধকর উপস্থিতির মাধ্যমে আমাদের বহুবার সম্মুখ করেছেন।এটা আমাদের কাছে সম্মানে। তাঁরা আমাদের উপর পরিবারের সদস্য। এই দিনেই অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অমিতাভ জি!

শনিবার দেশে অপরিসর্তি পেট্রোল-ডিজেলের দর



নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর ঃ দেশীয় বাজারে শনিবার পেট্রোল - ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। ভারতের তেল বিক্রয়কারী সংস্থাগুলি বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের উপর ভিত্তি করে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম নির্ধারণ করে।এদিন দিল্লিতে প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭৭ টাকা ও ডিজেলের দাম ৮৭.৬৭ টাকা । কলকাতায় প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০৫.৪১ টাকা ও ডিজেলের দাম ৯২.০২ টাকাই বহাল রইলো। মুম্বইতে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০৩.৫০ টাকা, ডিজেলের দাম ৯০.০৩ টাকা। চেন্নাইয়ে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০০.৯০ টাকা, ডিজেলের দাম ৯২.৪৮ টাকা ।

বাকসায় বাইক-কার মুখোমুখি, হত দুই

বাকসা (অসম), ১১ অক্টোবর (হি.স.)ঃ বাকসা জেলার অন্তর্গত রাঙাপানি এলাকায় সংঘটিত এক সড়ক দুর্ঘটনায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে। নিহত দুজনকে বাইক আরোহী রাঙাপানির মিরাজ বসুমতীর (২৩) পূর্ব কামারদেচরের বাসিন্দা বীরফুৎ ব্রহ্ম (২২) বলে শনাক্ত করা

যোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথায্যত ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই মন্তব্যে ভারত সরকারের পেশাদার ক্রয়ম্র ক্রাঙ্কের নির্দেশ অনুযায়ী খাপা হচ্ছে।

লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণঃসাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নের এক অনন্য যোদ্ধার প্রতি প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর (হি.স.)ঃ সাধারণ নাগরিকদের ক্ষমতায়ন, সাংবিধানিক মূল্যবোধের রক্ষা ও গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করাই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই আদর্শের পথেই নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছিলেন লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ। তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শনিবার সেই অনন্য জীবনদর্শন ও সংগ্রামী মানসিকতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের অন্যতম স্তম্ভ জয়প্রকাশ নারায়ণের অবদান স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের সবচেয়ে নিভীক বিবেকের কণ্ঠস্বর এবং গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচারের অক্লান্ত সৈনিক ছিলেন লোকনায়ক জেপি। তাঁর জন্মবার্ষিকীতে আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।শনিবার সকালে সামাজিক মাধ্যম এম-এ এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী লেখেন, লোকনায়ক জেপি সাধারণ নাগরিকদের ক্ষমতায়ন ও সাংবিধানিক মূল্যবোধকে দৃঢ় করতে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন এমন এক ভারত, যেখানে নাগরিকদের হাতে থাকবে প্রকৃত ক্ষমতা, এবং সমাজব্যবস্থা হবে ন্যায়, সত্যতা ও সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর ‘ ক্রান্তি’র ডাক শুধু এক টি রাজনৈতিক আন্দোলন ছিল না, বরং তা ছিল এক সামাজিক নবজাগরণের সূচনা। সেই ডাকের মধ্য দিয়েই ভারতের রাজনীতিতে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছিল।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, জয়প্রকাশ নারায়ণ ছিলেন এমন এক নেতা, যিনি কখনও ক্ষমতার মোহে নয়, বরং সমাজের পরিবর্তনে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি অসংখ্য গণআন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, বিশেষত বিহার ও গুজরাটে, যার ফলশ্রুতিতে ভারতজুড়ে এক গভীর সামাজিক ও রাজনৈতিক জাগরণের জন্ম হয়েছিল। এই আন্দোলনগুলি সেই সময়ের কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিরাছিল। পরবর্তীতে সেই চাপেই সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিল, যা ছিল ভারতের সংবিধান ও নাগরিক স্বাধীনতার উপর এক কালো অধ্যায়, মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী মোদীরা।লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ, যিনি স্নেহভরে ‘ নামে পরিচিত , ছিলেন এক অনন্য রাজনৈতিক দার্শনিক। স্বাধীনতা



আন্দোলনের সময় তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর চিন্তাধারায় ছিল স্বরাজের ভাবনা, কিন্তু সেই স্বরাজ শুধুমাত্র রাজনীতি বা ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন মানুষের অন্তর্গত মুক্তি-মন, চিন্তা ও সমাজের বাঁধন থেকে। গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত জেপি বিশ্বাস করতেন অহিংসা, সত্যতা ও সেবা-এই তিনটি নীতিই, সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্রের ভিত্তি গঠন করতে পারে।স্বাধীনতার পরে তিনি সংসদীয় রাজনীতি থেকে দূরে সরে গিয়ে সমাজসেবায় মনোনিবেশ করেন। কিন্তু ১৯৭০-এর দশকে যখন দেশে দুর্নীতি, বেকারত্ব ও প্রশাসনিক অবক্ষয় চরমে পৌঁছায়, তখন তিনি আবার রাজন্য নানেন। ‘ ক্রান্তি’ -এই একমাত্র আহ্বানেই তিনি তখনকার যুব সমাজকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। সেই আন্দোলনের তরঙ্গ গোটা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। বিহার থেকে গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ থেকে দিল্লি-সব জয়গায় তখন মানুষ বলেছিল, আমরা অন্যায় সহ্য করব না। সেই সময়ের ছাত্র-যুবদের কাছে জেপি হয়ে ওঠেন আশার প্রতীক, পরিবর্তনের মশালবাহক।১৯৭৪ সালে বিহারে ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে তিনি প্রেমক করেছিলেন যে গণতন্ত্র মানে কেবল ভোট নয়, বরং জনগণের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা। তাঁর ভাষায়, যে সরকার জনগণের সেবক নয়, তাকে জনগণ পরিবর্তন করবে। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিই পরবর্তীতে ভারতের রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায় উন্মোচন করে, যা ১৯৭৭ সালের জনতা পার্টি

সরকারের উত্থানের পথ প্রশস্ত করেছিল।প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর বার্তায় সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের কথা স্মরণ করিয়ে বলেন, জেপি-র আন্দোলন দেখিয়েছিল যে সত্য ও নীতির শক্তি কত বড়। ক্ষমতা যতই দৃঢ় হোক না কেন, যদি সেই ক্ষমতা অন্যায়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকে, তবে শেষ পর্যন্ত তা ভেঙে পড়বে।জয়প্রকাশ নারায়ণের জীবন জেপি রাজনৈতিক সংগ্রামের নয়, বরং মানবিক মূল্যবোধেরও প্রতীক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সমাজে প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন সাধারণ মানুষ নিজের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবে। তাঁর কাছে গণতন্ত্র মানে ছিল জনতার নিষ্ঠা-যেখানে প্রাকৃতিক নেওয়া হবে দীর্ঘ স্তর থেকে, গদ্য থেকে শহরে, সমাজ থেকে প্রশাসনে।তাঁর এই তত্ত্ব আজও ভারতের রাজনৈতিক দর্শনে প্রাসঙ্গিক। প্রধানমন্ত্রী মোদীও সেই প্রসঙ্গেই বলেন, জেপি আমাদের শিখিয়েছেন যে প্রকৃত শক্তির সরকারের নয়, মানুষের মধ্যে নিহিত। আমরা যদি সেই শক্তিকে সম্মান করি, তবেই গণতন্ত্রের মূল সুরক্ষা পাবে।লোকনায়ক জেপি-র জন্ম হয়েছিল ১৯০২ সালের ১১ অক্টোবর, বিহারের সীতাবদিত্তে। পাটনার কলেজ থেকে পড়াশোনা শেষ করে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার জন্য যান। সেখানে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় ঘটে। দেশে ফিরে তিনি কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যোগ দেন। ১৯৬০-এর দশকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ

সরকার তাঁকে কারাগারে বন্দি করে রাখে। কিন্তু বন্দিদশাতেও তিনি হাল ছাড়েননি।১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় তিনি কারাগার থেকে পালিয়ে গিয়ে গোপনে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ইতিহাসের পাতায় সেই অধ্যায় আজও অনবদ্য। স্বাধীনতার পরেও তিনি রাজনৈতিক লাই থেকে সরে দাঁড়াননি। কিন্তু তাঁর লক্ষ্য ছিল ক্ষমতা দখল নয়, সমাজের পরিবর্তন। তিনি বলেন, আমি রাজনীতি চাই না, আমি চাই সমাজতন্ত্র-যেখানে প্রতিটি মানুষ নিজের মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারবে।আজ তাঁর জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রী মোদীর শ্রদ্ধা সেই আদর্শকেই পুনরুজ্জীবিত করে। মোদীর ভাষায়, লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের চিন্তাধারা আমাদের আশে পথ দেখায়। তিনি আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, দেশের অগ্রগতি তখনই সম্ভব যখন প্রতিটি নাগরিক নিজেকে দায়িত্ববান ও সক্রিয় নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে। তাঁর জীবন আমাদের শেখায়-নৈতিকতার উপর দাঁড়িয়ে যে আন্দোলন শুরু হয়, তা কখনও ব্যর্থ হয় না।বর্তমান ভারততেও জেপি-র ভাবনা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, এবং নাগরিক ক্ষমতায়নের প্রস্নে তাঁর দর্শন আজও অনুপ্রেরণার উৎস। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা আজ ‘ ও সুশাসনের’ যে ডাকের গুহে তুলতে চাই, তার ভিত্তি আসলে জেপি-র ‘ ক্রান্তি’ থেকেই তৈরি হয়েছে। তিনি যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা আমাদের আগামী দিনের পথ দেখাচ্ছে।জয়প্রকাশ নারায়ণের এই ত্যাগ, সাহস ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্তায় শেষ করেন এই বলে, ভারত তাঁকে অন্তরে এক চিরন্তন আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে।এইভাবে জয়প্রকাশ নারায়ণের জন্মবার্ষিকীতে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শ্রদ্ধা শুধু একটি আন্দোলনের মত নয়, বরং গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর গভীর অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন। কারণ জেপি-র আদর্শে যেমন ছিল সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নের ডাক, তেমনই ছিল এক নৈতিক ও সুশাসিত ভারতের স্বপ্ন-যে স্বপ্ন আজও কোটি ভারতবাসীর হৃদয়ে বেঁচে আছে।

দমদম স্টেশনে মেট্রোর সিগন্যালে গোলযোগ, পরিষেবা বন্ধ

কলকাতা, ১১ অক্টোবর, ঃ শনিবার দুপুরে রু লাইনে (দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ স্কুদিরাম) মেট্রো পরিষেবা বন্ধ। জানা গিয়েছে, দমদম স্টেশনে সিগন্যাল সমস্যা দেখা দেয়। তার ফলে দক্ষিণেশ্বর থেকে গিরিশ পার্ক

পর্যন্ত কোনও মেট্রো চলেছে না। আপ এবং ডাউন দু’লাইনেই বন্ধ মেট্রো চলাচলা মেট্রোরেল সার্বিক খবর, শনিবার রপূর নাগাদ দমদম স্টেশনে মেট্রোর সিগন্যালে গোলযোগের বিষয়টি নজরে আসে। ফলে সাময়িক

ভাবে মেট্রো পরিষেবা ব্যাহত হয়। সমস্যা সমাধান করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছান মেট্রোর ইঞ্জিনিয়াররা। দীর্ঘ সময় লাগে পরিষেবা স্বাভাবিক হতে।রু লাইনে গিরিশ পার্ক থেকে শহিদ স্কুদিরাম পর্যন্ত আপাতত

ভাঙাপথে মেট্রো চলে। তবে যাত্রীদের দাবি, ওই লাইনেও পরিষেবা পূরণেপূরি স্বাভাবিক নয়। নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে পরিষেবা মিলেছে। কোনও কোনও স্টেশনে ১০ মিনিট, আবার কোথাও



যাত্রীদের অভিজ্ঞতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য হল ভারতীয় রেলের সিস্টেমকে এক নতুন স্তরে নিয়ে যাওয়া-যেখানে যাত্রী নিরাপত্তা, সুবিধা, প্রযুক্তি এবং পরিচ্ছন্নতা একসঙ্গে কাজ করবে। আমরা চাই প্রতিটি যাত্রী যেন মনে করেন, রেলস্টেশন মানে শুধুমাত্র যাত্রার সূচনা নয়, বরং এক আরামদায়ক ও সুস্থস্থল অভিজ্ঞতা।রেলমন্ত্রী জানান, আসন্ন ছুট ও দীপাবলির মতো বড় উৎসবগুলিতে যখন যাত্রী সংখ্যা হঠাৎ খাড়ে যায়, তখনই এই নতুন সিস্টেমের কার্যকারিতা পরীক্ষার মুখে পড়বে। এই উসবের সময় যে অভিজ্ঞতা আমরা পাব, সেই শিক্ষাগুলি ভবিষ্যতে দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশন গুলিতেও একই ধরনের স্থায়ী সুবিধা চালুর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে।এটা একধরনের বাস্তব পরীক্ষামূলক প্রয়াস, যা রেলের সামগ্রিক ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করবে, বলেন বৈষ্ণবতিনি আরও উল্লেখ করেন, রেল মন্ত্রক ইতিমধ্যেই নতুন দিল্লি স্টেশনের সার্বিক উন্নয়ন প্রকল্পে গুরুত্ব দিচ্ছে। শুধু যাত্রী সুবিধা নয়, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, ডিজিটাল তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, নিরাপত্তা বৃদ্ধি

এবং পরিচ্ছন্নতা রক্ষাতেও একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আধুনিক লাইটিং সিস্টেম, সিসিটিভি নজরদারি, স্মার্ট ইনফরমেশন ডিসপ্লে, এবং স্বয়ংক্রিয় টিকিটিং পরিষেবা-সবই একে একে চালু করা হচ্ছে।নতুন দিল্লি রেলস্টেশন, দেশের সবচেয়ে ব্যস্ততম রেল টার্মিনালগুলির অন্যতম। প্রতিদিন প্রায় পাঁচ লক্ষ যাত্রী এখানে যাতায়াত করেন। উৎসবের মরসুমে এই সংখ্যা আরও কয়েকগুণ বেড়ে যায়। এই প্রেক্ষিতেই রেলমন্ত্রী নিজে সরেজমিনে পরিদর্শন করে স্টেশনের কর্মপদ্ধতি ও ভিডি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যালোচনা করেছেন।স্টেশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে রেলমন্ত্রী নির্দেশ দেন যাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তার উপর বিশেষ নজর রাখা হয়। তিনি জানান, রেল যাত্রীরা দেশের ফেরদগু। তাদের আরাম ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই আমাদের প্রথম দায়িত্ব। যাত্রীদের অভিজ্ঞতা উন্নত করার জন্য শুধু স্থায়ী অবকাঠামো নয়, মানবসম্পদ ও প্রযুক্তিগত সমন্বয়ও জরুরি।রেল মন্ত্রকের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, নতুন হেরাং এলাকাটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে যাত্রীদের অপেক্ষা

চিনের সব পণ্যে ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ, বড় ঘোষণা ডোনাল্ড ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১১ অক্টোবর (হি.স.)ঃবিশ্ব বাণিজ্যের এক বড় দফা ঝড়ের পূর্বাভাস দিচ্ছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শনিবার তিনি সামাজিক মাধ্যম এম-এ যোষণা করেছেন, চিনের সমস্ত পণ্যের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। একই সঙ্গে, চলতি মাসের শেষের জন্য নির্ধারিত দক্ষিণ কোরিয়ায় চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে দুই দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের বৈঠকও বাতিল করে দিয়েছেন ট্রাম্প।ট্রাম্প লিখেছেন, চিন বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকভাবে আগ্রাসী নীতি গ্রহণ করেছে। তারা সারা বিশ্বে চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছে, ১ নভেম্বর থেকে বড় মাপের রফতানি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হবে। যা যা পণ্য তারা তৈরি করে, প্রায় সবচেতেই রফতানি নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হচ্ছে। এই ধরনের সিদ্ধান্তে বিশ্বের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়বে। কোনও দেশই এই ব্যবস্থার বাইরে থাকবে না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এই ধরনের পদক্ষেপ আগে কখনও দেখা যায়নি।চিনের এই পদক্ষেপের জবাবে ট্রাম্প জানিয়েছেন, মার্কিন পণ্যগুলির ওপরও ১০০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হবে। তিনি স্পষ্ট করেছেন, নতুন শুল্ক কার্যকর হবে ১ নভেম্বর থেকে। তবে ট্রাম্প সতর্ক করেছেন, যদি চিন আরও পাল্টা পদক্ষেপ নেয়, তবে এই শুল্ক ১ নভেম্বরের আগেও কার্যকর হয়ে যেতে পারে।বিশ্ব বাজারে এই ঘোষণার পরই চাপ তৈরি হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই পদক্ষেপ দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধকে আরও তীব্র করবে এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতেও প্রভাব ফেলবে। মার্কিন অর্থনীতিতে চিনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি বড় একটি বিষয়, যা ট্রাম্পের এই পদক্ষেপের মূল প্রেক্ষাপট।ট্রাম্পের শুল্ক আরোপ ও ঠেঁক বাতিলের সিদ্ধান্তে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আগামী দিনে আমেরিকা-চিন সম্পর্ক আরও সংকীর্ণ হয়ে যাবে, যা শুধু বাণিজ্য নয়, প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও দ্বন্দ্বের সূত্রপাত করবে।বিশ্বজুড়ে বিনিয়োগকারীরা ইতিমধ্যেই এই ঘোষণার দাব্য পর্যালোচনা শুরু করেছেন। শেয়ার বাজারে কিছু সময় ধস দেখা গেছে। ব্যবসায়ী ও শিল্পক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, চীনা পণ্যের ওপর অতিরিক্ত শুল্কের ফলে আমেরিকার তোকা পণ্যের দামও বেড়ে, ট্রাম্পের ঘোষণার পর দক্ষিণ কোরিয়ায় শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বহুপাক্ষিক বৈঠকের বাতিল হওয়ায় আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সম্পর্কেও নতুন চাপ সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, এখন বিশ্ব বাণিজ্য কৌশল ও আন্তর্জাতিক আলোচনার ক্ষেত্রগুলোতে যথেষ্ট জটিলতা তৈরি হবে।ট্রাম্পের এই পদক্ষেপকে অনেক বিশ্লেষক ‘ যুদ্ধের নতুন অধ্যায়’

দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগে তীব্র চাঞ্চল্য

দুর্গাপুর, ১১ অক্টোবর (হি.স.)ঃপশ্চিমবঙ্গে নারী নির্ধাতনের ঘটনাগুলি ক্রমেই বাড়ছে, আর সেই অমানবিক পরিণতিয়ানে নতুন করে যুক্ত হল দুর্গাপুরের এক ভয়ঙ্কর অধ্যায়। শুক্রবার রাতে শহরের এক নামী বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রী গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। খবর প্রকাশ্যে আসতেই সমগ্র এলাকায় নেমে এসেছে তীব্র ক্ষোভ ও আতঙ্কের সুর। ছাত্রছাত্রী থেকে স্থানীয় মানুষ-সকলের মুখে একটাই প্রশ্ন, একটি চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীও যদি নিরাপন্ন না হন, তবে নিরাপত্তা কোথায়?সূত্রের মতে, শুক্রবার রাত প্রায় ৭টা নাগাদ ওই তরুণী তাঁর সহপাঠী এক বন্ধুর সঙ্গে কলেজ ক্যাম্পাসের বাইরে অতিযোগ হাটতে বেরিয়েছিলেন। সেই সময়েই হঠাৎ পাঁচজন যুবক তাঁদের খিরে ফেলে। অভিযোগ, তারা প্রথমে ছাত্রী ও তাঁর বন্ধুকে ডায় দেখায়, তারপর মেয়েটিকে জোর করে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে যায়। তারপর এক বন জঙ্গলের দিকে। অন্ধকারে ঢাকা সেই জঙ্গলগাটেই ঘটে যায় বিভীধিকাময় ঘটনাটি। অভিযোগ, সেখানেই ওই তরুণীকে পাঁচজন মিলে গণধর্ষণ করে।ঘটনার পর কোনওক্রমে মুক্তি পেয়ে মেয়েটি কলেজ ক্যাম্পাসে ফিরে এসে ঘটনার কথা জানায়। প্রথমে আতঙ্কে বাকরুদ্ধ হয়ে পালেও পরে সাহস সঞ্চয় করে সে পুরো ঘটনাটি বিবরণিতভাবে কলেজ প্রশাসনকে জানায়। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্যাম্পাসে শুরু হয় প্রবল উত্তেজনা। সহপাঠীরা ঘটনাস্থলে জড়ো হয়ে অভ্যুত্থানের দ্রুত প্রেক্ষভাণের দাবি তোলে। কলেজের হোস্টেল এলাকাতেও উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়।অন্যদিকের খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দুর্গাপুর থানার পুলিশ। তদন্তকারীরা জঙ্গলের আশপাশের এলাকা খিরে ফেলে অনুসন্ধান শুরু করে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, অপরাধীরা বাইরের লোক। স্থানীয় এলাকার বেশ কয়েকটি সিটিসিটি ফুটেজ ইতিমধ্যেই পুলিশের হাতে এসেছে, যা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মেয়েটিকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে মেডিক্যাল পরীক্ষা করানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।দুর্গাপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্তদের সনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। সিটিসিটি ফুটেজ এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তাবের ভিত্তিতে তদন্ত এগোচ্ছে। তিনি আরও বলেন, দোষীরা যতই প্রভাবশালী হোক না কেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কোনও অপরাধীকে রেহাই দেওয়া হবে না।এই নৃশংস ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার সকাল থেকেই তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে দুর্গাপুর জুড়ে। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে প্রবল ক্ষোভ। অনেকেই দাবি করেছেন, কলেজের আশপাশে দীর্ঘদিন ধরেই বাইরের লোকদের অবাধ আনাগোনা চলছে। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ বা প্রশাসন কোনও কঠোর পদক্ষেপ নেয়নি। এক ছাত্রী বলেন, আমরা ডাক্তার হওয়ার জন্য এখানে পাতে এসেছি, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে নিজের প্রাণটাই নিরাপদ নয়। ক্যাম্পাসের বাইরে গেলেই ভায়াস্কন্ডভিভাবকরাও ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, মেয়েদের সুরক্ষার জন্য কলেজে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কেন এমন ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা উচিত। তাঁরা প্রশাসনের কাছে কঠোর পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন।এদিকে, স্থানীয় বাসিন্দারাও রাতের বেলা পর্যাপ্ত পুলিশ টহলের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, দুর্গাপুরের আশপাশের কিছু অঞ্চলে সাম্প্রতিক সময়ে ছিনতাই, চুরি এবং হেনস্থার মতো অপরাধ বেড়েছে। প্রশাসনের উদাসীনতাই এর জন্য দায়ী। তাঁদের দাবি, পুলিশ যদি এলাকায় নিয়মিত টহল দিত, তাহলে হয়তো এই ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটত না।ভাস্কললেজ প্রশাসনের পক্ষ থেকেও ঘটনার নিদা জানানো হয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই ঘটনার পর আমরা নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করছি। ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। দোষীদের প্রেফতার করে কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্য আমরা পুলিশের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছি।এই ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলেও নতুনজনা ছড়িয়েছে। বিরোধী দলগুলির নেতারা রাজ্য সরকারের আইনগৃহ্থলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের দাবি, রাজ্যে নারীদের উপর অত্যাচার ক্রমেই বাড়ছে, অত্য় সরকার নীরব থাকে হয়।এক বিবোধী নেতার মন্তব্য, যেখানে মন্ত্রণালয়ের নিরাপত্তা দিতে ব্যাপ্ত পুলিশ প্রশাসন, সেখানে সাধারণ মেয়েদের নিরাপত্তা কে দেবে? এটা শুধুই এক কলেজের ঘটনা নয়, এটা সমগ্র রাজ্যের নারীদের নিরাপত্তার প্রশ্ন।অন্যদিকে, শাসকদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক এবং প্রশাসনকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। এক মুখপাত্র বলেন, যে বা যারা এই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত, তাদের কোনও রাজনৈতিক প্রশ্রয় নেই এবং থাকবে না। পুলিশকে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।দুর্গাপুরের এই ঘটনার প্রভাব রাজ্যের বিভিন্ন উত্তেজিত দেশের বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংগঠন এই ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গেছে। চিকিৎসা পণ্ডা্যদের এক প্রতিনিধি বলেন, এটা দুর্গাপুরে যা ঘটছে, তা আগামী প্রজন্মের জন্য এক ভয়াবহ বার্তা। আচলন ভবিষ্য চিকিৎকও যদি নিরাপত্তা না পান, তাহলে সমাজে অন্য নারীরা কতটা সুরক্ষিত, তা সহজেই অনুমান করা যায়।রাডেরে অন্ধকারে যে নৃশংসতা ঘটেছে, তা শুধু এক তরুণীর জীবনে নয়, গোটা সমাজের বিবেকে আঘাত হেনেছে। এই ঘটনায় আবারও প্রমাণিত হল, নারী সুরক্ষা এখানে কেবল কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ। দুর্গাপুরের এই ঘটনার তদন্ত দ্রুত সম্পন্ন করে দোষীদের কঠোর শাস্তি না দিলে সমাজে বার্তা যাবে-অপরাধীরা আইনকেও ভয় পায় না।অবর্তমানে মেয়েটি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেও চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে এবং কয়েকজন সহযোগিতাজনক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে।এই মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ আবারও প্রশ্নের মুখে-নারীরা কি সত্যিই নিরাপদ? সমাজ ও প্রশাসনের যৌথ দায়িত্বে সেই উত্তর খুঁজছে আজ দুর্গাপুর, খুঁজছে সমগ্র বাংলা

দূরন্ত বার্তা রাশিফল

মেসঃ আজ নিজের পরিকল্পনা অনুসারে এগিয়ে চলুন। সক্রিয়ভাবে এগিয়ে যাবেন নিজের পথে। আজকের দিন মেঘ রাশির জন্ময শুভ। সব ক্ষেত্রেই সাফল্যের হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে। পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার গতি দেখা যাবে। বিবাহের যোগ। বৃষঃদিনের শুরুতে কোনও ঝামেলায় জািয়ে পরতে পারেন। অফিস বা ব্যবসায়িক স্থানে আপনার ভদ্র ব্যবহারের প্রশংসা করা হবে। সামাজিক স্তরে যোগাযোগ বাড়বে। উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা সতর্ক হোন। নিজের মনোবৃত্তি রাশির জাতকদের কাছে এই দিন শুভ। আজ আপনি স্বাস্থ্য এবং সম্পদ উভয় স্তরেই আরও ভাল পারফরম্যান্স বজায় রাখবেন। কর্মক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা হবে **কর্কট রাশি** :প্রয়োজন নেই এমন সামগ্রী কিনবেন না। তা আর্থিক ক্ষতি করতে পারবে। যদি সম্পদ হয় তাহলে দীর্ঘ ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন। সিঃহঃ আজ আপনি জীবন সম্পর্কে আপনার বোধগম্যতা বাড়াতে স্বাধ্ব্যবেশ করতেবেন। জীবনব্যত্রার **কন্যা** ঃকর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ আসতে পারে। হঠকরাি সিদ্ধান্ত এড়িয়ে চলুন। আর্থিক দিক থেকে নির্দিষ্ট শুভ। অপ্রত্যাশিত ভাবে র সন্তানবা রয়েছে। প্রেমের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। নিজেকে সন্তুষ্ট করুন। গণের শরীর ভালো যাবে না। চিকিৎসায় খরচ বাড়বে। হাড়ে আঘাত লাগার যোগ রয়েছে। ভাই-বোনের থেকে সাহায্য পাওয়ার সন্তানবা রয়েছে। নতুন গাড়ি কেনার সন্তানবা আছে। আধ্যাত্মিক চিন্তায় মনোনিবেশ হবে। ব্যবসায় নতুন পুঁজি নিয়োগ করার আগে যাচাই করে নিন। বিয়েতে ইচ্ছক পাণ্ডপাঠীদের বিয়ের কথা ঠিক হতে **তুলাঃ**আপনার পরিবারের সঙ্গে সমস্যা চাটানোর যে অবসর আপনি এতদিন ধরে চাইছিলেন তা আপনি আজ পাবেন। আপনি ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে ভারসায় রাখতে পারবেন। বিবাহযোগ্য **বৃশ্চিকঃ**আপনার জীবনসঙ্গীর মনে হতে পারে যে আপনি তার কাছে বেশি দাবি জানাচ্ছেন ও তাকে নিয়ে সন্তোষ। আপনার মনের দাব প্রকাশ করা ভালো, কিন্তু খেয়াল রাখুন যে বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না। আপনার পেশাগত জীবনে আপনি উদ্যমী ও আত্মবিশ্বাসী । ধনুঃ আজ আপনি আপনার কাছের এবং প্রিয়জনদের সাথে একটি দুর্দান্ত পরিবেশে গুরুত্বপূঁ বিয়োগুলি হবে **মকরঃ** আর্থিক ক্ষেত্রে কিছুটা টানাপোড়েন থাকতে পারে। বুকে বরচ করুন। প্রেমের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে বিয়োগুলো কখনো বলুন। নিজের ক্ষোভকে সংবরণ করুন। হতেকত ঝামেলায় জড়াবেন না। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কর্মরত হবে **কুম্ভঃ** আজ আপনি শিল্প ও ব্যবসা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সরাতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। বড় ব্যবসার জন্য পরিস্থিতি অনুকূল থাকবে। আপনি পেশাদারদের সাথে সম্পর্ক উন্নত করতে সক্ষম হবেন। কথোপকথনে কার্যকর? থেকে কবে। বন্ধুদের সঙ্গে কোনও বড় অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। শুভ দিন **মীঃ**কর্মক্ষেত্রে ধৈর্য ধরে কাজ করুন, সাফল্য আসবেই। পারিবারিক জীবনে কিছু ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। চাচ্চা মাথাখ পরিস্থিতি সামলানোর চেষ্টা করুন। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন। আজ সঠিক সময়ে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যায় পড়তে পারেন। সর্দি ও শ্লেষ্মা সংক্রান্ত সমস্যায় আজ কষ্ট পাওয়ার সন্তানবা রয়েছে।

আবহাওয়া

সাধারণত অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই বিদায় নেয় বর্ষা। কিন্তু চলতি মরসুমে দক্ষিণবঙ্গে এখনও বর্ষা বিদায় নেয়নি। আবহবিনেদা জানাচ্ছেন, আগামী কিছু দিন বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি হতে পারে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বিশেষ করে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রবল। উত্তরবঙ্গে অবশ্য শনিবার বর্ষণের আভাস নেই। শনিবার সকাল থেকে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৪.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.০ ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী দিন-চার দিন আবহাওয়া এমনই থাকবে। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে আচমকা বৃষ্টি হতে পারে শহর কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। তার পর ধীরে ধীরে এ বাবের মতো ধাঁধা বিদায় নেবে। অর্থাৎ আগামী কয়েকদিন বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-ভাটার ওঠা ৫৫মিনিট এবং রাত ০৭টা ৪২মিনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৪০মিনিট এবং রাত ০২টা ৪৩মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৪টো ২৮মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২০মিনিটে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দূরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ৩০৮ সংখ্যা রবিবার ২৫ আশ্বিন ১৪৩২

শান্তিনিকেতনে অ্যাড্ৰ্জ সাহেব

গভীর রাত। সাহেব শুয়েছেন, ওদিকে শিশুদের কন্মার আওয়াজ সাহেবের কানে যেতে তিনি আর নিজের বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থাকতে পারলেন না। গভীর রাতে বিছানা থেকে উঠে এসে শিশুদের দেখে হায় হায় করে উঠলেন। অনেকটা পথ পরিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় সুজনী , চাদর ,কম্বল যা কিছু ছিল এনে তাদের দিলেন। শিশুরা চাদরের নীচে মা-বাবার বুকে গুটিসুটি মেরে পরম আরামে ঘুমাতে লাগল। সাহেব সেই দৃশ্য দেখে মনে মনে খুব তৃপ্তি পেলেন তাঁর সময়ে তিনি অনেক ভরতীরের চেয়ে বোধহয় বেশি ভারতীয় ছিলেন। সাহেব একবার দিল্লিতে যাচ্ছিলেন, ট্রেনে দেখলেন শীতে একজন বড় কষ্ট পাচ্ছেন। অবলীলায় নিজের কম্বলটা তাঁকে দিয়ে দিলেও শান্তিনিকেতনে ফিরে সুধাকান্ত রায়চৌধুরীকে আরও দামী বিলিতি কম্বল ফেরত দিলেন। সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ভাললেন সাহেব নির্খাত ভুল করে অন্য কারও কম্বল তাঁকে ফেরত দিচ্ছেন। সুধাকান্ত বললেন এই কম্বলটা তাঁর নয়। তখন সাহেব জানালেন ট্রেনে একজন কষ্ট পাচ্ছিলেন বলে সুধাকান্তর কম্বলটা ওই লোকটিকে দিয়ে দিয়েছেন। তিনি প্রফেসর রুফ্রের বাড়িতে ছিলেন, তাঁর বিছানায় অনেকগুলো কম্বল পাতা ছিল। সেখান থেকে একটি নিয়ে এসে ছেন। এমন আত্মভোলা মানুষকে না ভালবেসে কে থাকতে পারবেন! এই সব কারণে তাঁর নাম হয়ে যায় দীনবন্ধু অ্যাড্ৰ্জ। প্রকৃতই তিনি ছিলেন দীনবন্ধু। স্থির হয়ে বসে থাকা নয় বরং ছুটে চলাতেই যেন আনন্দ ছিল দীনবন্ধু অ্যাড্ৰ্জের। যেন বিষম জরুরী কাজের তাড়া থাকত সারাক্ষণ। মোটা খন্দরের ধুতি,খন্দরের শার্ট এই ছিল তাঁর সাজ। পায়ে খুব মোটা চামড়ার পাম্পসু,বগলে একগোছা কাগজপত্র ফাইলের মত ধরা। রবীন্দ্রনাথকে প্রাণের চেয়ে বোধহয় ভালবাসতেন, যেমন গুরুদেবের আশ্রম ছিল তাঁর প্রাণ। শিশুর মত মন ছিল অ্যাড্ৰ্জ সাহেবের, তখন মাটির বাড়ি ‘শ্যামলী’ তৈরি হচ্ছে। নারী-পুরুষ শ্রমিকরা কাজ করে,দূর গঞ্ধম থেকে আসতেন, প্রতিদিন নিজেদের গাঁয়ে ফিরতেন না। কাজ করে,সেখানেই রান্না, খাওয়া হয়। রাতে কোনাকের পশ্চিম দিকের পিছনের বারান্দায় শিশু পুত্র,কন্যা নিয়ে শুয়ে থাকে। সকালবেলা আবার কাজে লাগে। শ্রাবণ মাস,মেঘের ঘনঘটা। বৃষ্টি প্রায়ই নামে। একদিন রাতে বৃষ্টি নেমেছে, বারান্দায় শুধু ঢাকা বলতে ছাদ, পাশটা খোলা। জলের ছট এসে গায়ে লাগছে শীতে শিশুগুলো ঝুঁই ঝুঁই করছে। রান্নাী চন্দদের শোবার ঘরের শিয়রের দিকে ওই বারান্দা। সাহেবের ঘর পূব দিকে আরও একটি দূরে। সেখান থেকে তিনি শুনতে পেলেন শিশুদের কান্না। নিজের বিছানায় আর স্থির থাকতে পারেন নি। গভীর রাতে সাহেব উঠে চলে এলেন রান্নাী চন্দদের ঘরে। রান্নার স্বামী অনিল চন্দকে ডেকে তুলে বললেন দেখো তো অনিল কে কাঁদছে, কোথায় কাঁদছে। দুজনই বারান্দায় গেলেন। শিশুদের দেখে অ্যাড্ৰ্জ হায় হায় করে উঠলেন। নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় সুজনী চাদর কম্বল যা কিছু ছিল এনেছে তাদের দিলেন। শিশুরা চাদরের নীচে মা-বাবার বুকে গুটিসুটি মেরে পরম আরামে ঘুমাতে লাগল। পরদিন অ্যাড্ৰ্জ সাহেব চলে এলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী প্রতিমা দেবীর কাছে। তিনি ছিলেন পরম উপকারী বন্ধু লোক।

রূপকার মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সক্ষ্যার পরে কিছুক্ষণ রাইটার্সে বসে কাজ করতেন। একদিন অফিস ছেড়ে বেরনোর মুহূর্তে এক সাফাইকর্মীর কাশির আওয়াজ পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী ধমকে দাঁড়ালেন। মুখ্যমন্ত্রী সাফাইকর্মীকে ডেকে পাঠালেন। সাফাইকর্মী ভয় পেয়ে অনুরণ করল,তম্যার চাকরিতা খালেন না। মুখ্যমন্ত্রী তাকে বললেন, চাকরিটা পরে,আগে প্রাণে বাঁচো। মুখ্যমন্ত্রী সার্জেক্টকে নির্দেশ দিলেন , একে এখনই যাদবপুর টিকি হাসপাতালে পাঠান, সুপারকে বলুন ভর্তি নিতে। ওর গ্যালাপিং টিবি হয়েছে। নির্ধারিত মেডিক্যাল টেস্টেও একইঅসুখ ধরা পড়ল। মুখ্যমন্ত্রী তার জন্য ওষুধ বললে দিলেন। দূর থেকে কাশির আওয়াজ শুনে একজন মানুষের ঠিক কি রোগ হয়েছে বলে দিতেন মুশ্গ্ধমন্ত্রী। জানেন কে সেই মুখ্যমন্ত্রী ?তিনি হলেন পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। সকাল দুপুরে। রাইটার্সের সামনে বস্তু সার্জেন্ট, কনস্টেবল সকলে। এখুনি চুকবে সি এন্ড সিএলএর গাড়ি। আজ কোন একটা জায়গা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন,তাই দেৱী. নইলে আরও আগেই এসে পড়েন।দেখতে দেখতে ছটার বাজিয়ে পইলট কার আর তার পিছন পিছন লালবাতির গাড়ির সারি এসে দাঁড়াল মহাকরণের গেটে। গাড়ি থেকে নেমেসব ধরা পড়ল। মুখ্যমন্ত্রী তার গুটি-পাঞ্জাবি পরা মুখলেন। স্যালুট নিতে নিতেই পিছনে একটা হেঁচো। মোটা ফ্রেমের চশমার পিছনে থাকা চোখ দুটো একটু কঁচুচকোলো। ষাড় ঘুরিয়ে কি হয়েছে দেখবার আগেই তাঁর সামনে হাজির শীর্ণকায় শিশু কোলে নিয়ে এক যুবতী। সার্জেন্ট, পুলিশ সকলেই হতভম্ব। যুবতী মুখ্যমন্ত্রীর পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগল, আমার বাচ্চাটাকে বাঁচান। ভীষণ রেগে সার্জেন্টদের ধমকে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী,তোমাদের বরখাস্ত করা উচিত। বলেই গট্ গট্ করে স্পেশাল লিফটে চড়ে উপরে চলে গেলেন। ধমকাতে ধমকাতে প্রায় ঘাড়ঘাট্কা দিয়ে সেই যুবতীকে পুলিশ রাস্তার অন্যপারে নিয়ে যাচ্ছে,সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন মুখ্যমন্ত্রী। সার্জেন্টদের হুকুম দিলেন,ডেকে নিয়ে আসুন ওদের। সার্জেন্টরা আবার ধরে আনল তাদের। এবার সাথে যুবতীর স্বামীটিকেও। তারা ভয়ে জড়সড়। এবার নির্বাং গারদে পাঠাবে! কি কৃষ্ণকণ্ঠেই না ওরা লোকের কথা শুনে এ কাজ করেছিল। কিন্তু এই মানুষ তো একটু আগের সেই মানুষ নন। একেবারে অভয় বদর্ভ মূর্তিতে দাঁড়িয়ে লম্বা মানুষটি। এখন তিনি আর প্রশাসক নন,চিকিৎসক। বাচ্চাটার পেট টিপে পরীক্ষা করলেন এখানেক। তারপরে পরীসা খরচ করে ওষুধ দিলেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



বৈদিক যুগ থেকে শুরু হয়েছিল ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ। সেই বিকাশের স্রোত ধারা এখনও প্রবাহিত। এই ধারাকে অব্যাহত

বিবেকানন্দ দর্শন



স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, মা আছেন বলে সন্তানরা বেঁচেবের্ত থাকে। এবং বড় হতে পারে। না হলে কবেই সবাই শক্তিহীন হয়ে ঘুরে বেড়াতো। জীবনে উন্নতি করতে গেলে চাই নারী শক্তির জাগরণ। সেটা করতে হবে। বাংলার নবজাগরণ শুরু হয়েছিল নারী শক্তিকে জাগরিত করার মন্ত্র গ্রহণ করে। সেই নারী জাগরণের মন্ত্র

ছদ্মবেশে জাপানে উপস্থিত হন বিপ্লবী রাসবিহারী বোস

রবীন্দ্ৰকুমার শীল

২০ মার্চ ১৯১৫ সালে পিংহল বেনারসে এসে উপস্থিত হলেন সঙ্গে এল এক আফগান জমাদার দাদির খান। মেরুটে সেনা অভ্যুত্থান সফল করতে দশটি তাজা বোমা নিয়ে যাওয়ার কথা পাকা হল। ব্রিটিশ



ভারত সরকারের ক্রিমিনাল ইনটেলিজেন্স বিভাগে অধিকর্তা ক্লেভল্যান্ড লিখেছেন যে মেরুট বোমা বড় যন্ত্র করতে পিগলে বেনারসে এক আফগানকে নিয়ে এসেছিলেন। সেখানে একজন বাঙালি বিপ্লবী নেতা অন্ধকার ঘরে আফগানকে বিভিন্ন পরীক্ষামূলক প্রশ্ন করে জানার চেষ্টা করে লোকটি আসল না মেকি। যখন নেতা সন্তুষ্ট হলেন তখন ডাকে বোমা এবং বিপ্লবী পরিকল্পনা ব্যস্ত করলেন। ৩০০ টি বোমা দেওয়ার কথা হয়েছিল ১২ তম ক্যাভালারির জন্য। এই বাঙালি বিপ্লবী নেতাটি রাসবিহারী ছাড়া কেউ নন। মেরুট যড়যন্ত্র আবার বিফলে গেল। তার প্রধান কারণ হল আফগান জমাদার আগেই কল্যাণ্ড অফিসার সংবাদ পাচার করে দিয়েছিল। ২৩ মার্চ এর রাতেই কল্যাণ্ড অফিসার পিগলে যেখানে বসবাস করতেন সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন এবং পিংলেকে গ্রেফতার করা হল। সঙ্গে পেলদশটি বোমা এবং বোমা তৈরির মাল মশলা। ব্রিটিশ ভারত সরকারের বিস্ফোরক বিভাগের প্রধান ইন্সপেক্টর মুশ্‌প্রাট ইউলমাস লিখেছেন, “these bombs as of the Delhi pattern and “ of a highly dangerous character”। মেরুট যড়যন্ত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে ক্রিমিনাল ইনটেলিজেন্স বিভাগের অধিকর্তা ক্লেভল্যান্ড লিখছেন, “Meerut programme was a mere item in the big

কঠিন চীবর দানের ইতিহাস

অমলেন্দু চৌধুরী	(প্রাচীন কালে এটি আরো বেশী স্পর্কময় ছিল) বুদ্ধের নির্দেশমতো ভিক্ষু সংঘ মানবের কল্যাণে ধর্ম প্রচারের জন্য দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তেন। বর্ষা ঋতুতে চতুর্দিকে বিচরণ করলে বর্ষা জলসিক্ত ও কদমাক্ত পথে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সবুজ তৃণ, চারাগাছ এবং ক্ষুদ্র প্রাণী পাদলিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে কিছু সাপ ইত্যাদি বিষধ প্রাণীর দংশনের সম্ভাবনা থাকে।
	
(পোশাক) নিয়ে অনেক কষ্টে দিন কাটাতেন। তাদের এমন দুরবস্থা দেখে করুণা উদ্ভেক হলে, বুদ্ধ তথাগত এই কঠিন চীবর দান গ্রহণের অনুমতি প্রজ্ঞাপ্ত করেন, যা একটি বিশেষ ধরনের দান হিসেবে পালিত হতে থাকে। আবাচাঁি পুর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পুর্ণিমা পর্যন্ত এই তিন মাস সময়ে বর্ষাবাস বলা হয়। এই সময় কালকে বর্ষাযাপনও বলা যায়। বিশ্বের থেরবাদী বৌদ্ধদের কাছে বর্ষাবাস ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণ ভাবে মানুষের এই সময়ে গাশীল জীবন যাপন কিছুটা থমকে যায়, বর্ষায় কামিনী কিছুটা স্থবির হয়ে পড়ে। সর্বক্ষণিক ঘোরাফেরা কাজকর্ম করা স্বাভাবিক হয়না	

অমলেন্দু চৌধুরী

Mahomedans of the Ghadr party” he observed, “ are so prone to be ostentatious and to make statements when arrested that their Bengali allies will possibly feel nervous before long of trusting them very far. A most urgent requirument is the discovery and destruction of the nest of Benares” ২৩ মার্চ পিংলে গ্রেফতার হওয়ার খবর আসার পরই বন্ধু শিরীয় চন্দ্র ঘোষ রাসবিহারী সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করেন। সেনা অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার ফলে তিনি তখন মানসিক দিক দিয়ে ভেঙে পড়তে শুরু করে হওয়ার ফলে তিনি তখন মানসিক দিক দিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে বেনারস তাঁকে ত্যাগ করে যেতে হবে। ফিরতে হবে পুরানো ডেরা চন্দননগরে। বেনারসের ত্রিপুরাভৈরবী ব্রহ্মপুত্রী ত্যাগ করে রাসবিহারী নলিনী মোহন মুখার্জিকে সঙ্গে নিয়ে চন্দননগরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিলেন। মগরা স্টেশনে জ্যোতিষ সিনহা (পশুপতি) রাসবিহারীদের পাহারা দিয়ে নিয়ে গেলেন চন্দননগরে। রাস বিহারী বেশ কিছুদিন সেখানে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। বিপ্লবী নেতা মতিলাল রায়ের সঙ্গে কথা বললেন। সেখানেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সচিব হয়ে পি এন ঠাকুর নাম নিয়ে জাপানের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবেন। চন্দননগরের সাগর কাছ ঘোষের বাড়িতে থাকবেন ‘উভাচাষী ব্রাহ্মণ’ বেশে। তাপরে তিনি একমাস নব্বীপে ছিলেন মারাতী ছদ্মবেশ ধারণ করে। অনুকূল চক্রবর্তী (ঠাকুর) তখন নব্বীপে ছিলেন। তিনি কিছু অর্থ সংগ্রহ করে রাসবিহারীর হাতে তুলে দিলেন। আবার চন্দননগরে এসে উপস্থিত হয়ে রাসবিহারী গিরিজাবাবু, শচীন সান্যাল এবং পশুপতির সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। জাপান যাওয়ার আগে তিনি কলকাতার ধর্মতলার পোস্ট অফিসের দোতলায় এসে গোপনে বাস করতে শুরু করেন। সেখানে তিনি বিপ্লবী বন্ধু শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, দামোদর, বিহুতি, পশুপতির সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বসেছেন বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন অনেক বেশি শক্তিশালী এবং সংগঠিত ছিল যা পাঞ্জাবে দেখতে পাওয়া একেবারে অসম্ভব। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনগুলির মধ্যে একটি সম্পূর্ণ রূপরেখা দেখতে পাওয়া যায়। তিনি আরও বলেছেন, “ The Sikhs and

মধ্যে থেকে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করা একেবারে অসম্ভব। প্রতিটা মুহূর্তে বিপদ সৃষ্টি হচ্ছে বিপ্লবী আন্দোলন করতে গিয়ে। ‘গীতা’র নিষ্কাশন কর্ম সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। তবে ভারতের মধ্যে থেকে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে শক্তিশালী সংগঠন প্রস্তুত করতে হবে, আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা প্রয়োজন, বিশস্ত বিপ্লবী যোদ্ধা দরকার এবং বিপুল অস্ত্র ভাণ্ডার থাকতে হবে। ১৯১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পুলিশ তত্ত্বমত করে খুঁজতে শুরু করলো দিল্লির বড়বস্ত্রের সঙ্গে কারা জড়িত ছিল তার সূত্র বের করতে। ধরা পড়লেন অমীর চাঁদ এবং অবোধ বিহারী। রাসবিহারী তখন লাহোরে। ডি.এ. ভি কলেজের ছাত্রাবাস থেকে পুলিশ গ্রেফতার করলেন দীননাথকে। এদিকে রাসবিহারী বোসকে খুঁজে বের করতে পুলিশ সর্বত্র সজাগ। বাংলার পুলিশ বুঝতে পারলো যে রাসবিহারী বাংলায় থাকতে পারেন। ১৯১৪ সালের ৮ মার্চ চন্দননগরের রাসবিহারীর বাড়িতে পুলিশ হানা দিল। সেখানে পুলিশ তাঁকে পেল না। এদিকে পাঞ্জাব পুলিশ ৯ মার্চ ১৯১৪ সালে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করলো রাসবিহারী বোসের নাম উল্লেখ করে। অপরাধীকে ধরতে পারলে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। সেই বিজ্ঞপ্তিতে লেখা ছিল “Fairly tall; stoutish; large eyes; moustache recently shaved; third ffigure of one hand stiff and scarred as result of accident; aged about 30. Dresses sometimes as Punjabi and sometimes as Bengali. May propably be wandering about in the guise of a sannyasi. Frequents Rawalpindi, Multan, Ambala, Simla, Amritsar, Gurudaspur, Ferozepur, Jhelum and Lahore. Bengli Kalibars and Colonies and Hindu Shiwalas, & c., should be carefully scrutinised, as well as Sarais and Railway Stations (Vice File No. 430/14 of the I.B. records of the Gov-ernment of West Bengal)” গোপনে রাসবিহারী জাপানে উপস্থিত হলেন। কীভাবে ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে জাপানে উপস্থিত হন তা আজও রহস্যময়।

রানাঘাটের বড়বাজার এলাকায় নিস্তারিণী মায়ের মন্দির

সোমেন চন্দ্র

রানাঘাটের বড়বাজার এলাকায় নিস্তারিণী মায়ের মন্দির নির্মাণ করেন রানাঘাটের জমিদার পাল চৌধুরী পরিবারের রতন চন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয়ের পত্নী উজ্জ্বলমণি দাসী। তারা ছিলেন নিঃসন্তান। রতন চন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয়ের মৃত্যুর পর, দক্ষিণেশ্বর মন্দির তৈরির কুড়ি বছর আগে এই মন্দির তৈরি করা হয়েছিল। শোনা যায়, তখনকার দিনে মন্দির তৈরি করতে খরচ হয়েছিলো ৭৫ হাজার টাকা। ১২৪২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের সৎকান্তির দিন (৩২ শে জ্যৈষ্ঠ) এই মন্দিরের উদ্বোধন হয়েছিল। এখনো ওই দিনটাতে বিশেষ পূজো অনুষ্ঠিত হয়। মন্দির তৈরি হতে সময় লেগেছিল প্রায় নয় বছর। মন্দির তৈরি হবার পর উজ্জ্বলমণি দাসী তার ভাসুর ও দেওরের ছেলে দের হাতে মন্দিরের ভার তুলে দেন। এখনো তারাি মন্দিরের দায়িত্বে আছেন। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মূর্তি কষ্টিপাথরের তৈরি। শোনা যায়, একটা পাথর থেকেই তৈরি হয়েছে এই মূর্তি। একথাও শোনা যায়, যে, এই মন্দিরের অনুকরণে তৈরি হয়েছে দক্ষিণেশ্বর মন্দির। দক্ষিণেশ্বর মন্দির তৈরি হবার আগে যখন মন্দিরের নকশা নিয়ে নানান আলোচনা চলছিল রানী রাসমণির বাড়িতে। সেসময় একবার রানী রাসমণির জামাই মথুরামোহন বিশ্বাস যখন নদীপাশে চুল্লী নদী দিয়ে কৃষ্ণনগর যাচ্ছিলেন তখন এই মন্দির দেখে তিনি নৈকো দাঁড় করিয়ে মন্দিরের কাছে এসে মন্দিরটি ভাল করে পর্যবেক্ষণ করেন এবং রানী রাসমণিকে সব কথা জানান। রানী রাসমণির নির্দেশে মথুরামোহন কলকাতা থেকে মিস্ত্রি নিয়ে এসে মন্দির দেখিয়ে নিয়ে যান, যাতে তারা এই মন্দিরের অনুকরণে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির তৈরি করতে পারে। মন্দিরটি নবরত্নশৈলীর হলেও দালান রীতিতে তৈরি। সমতল ছাদের চার কোণায় চার রত্ন বা চূড়া রয়েছে। দ্বিতীয় তলাটি অপেক্ষাকৃত সব দিক দিয়ে ছোট। তার চার দিকে নকল জাপানার নকশা করা আছে। পূব দিকের একটা জানালার নকশা এমন করা আছে মনে হবে যেন, জানালার পালাটা একটু ফাঁক খোলা। এটা একটু অভিব্যবাপার, জানালেন এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা পরিবার পাল চৌধুরী বংশের বর্ত মান বংশধরদের একজন অমিতেন্দু পাল চৌধুরী মহাশয়। তিনি এও জানালেন যে বার কয়েক মন্দিরের সংস্কারের ফলে পুরনো অনেক কিছু

পাঠকদের দরবার

‘অভিনয়ে উত্তম কুমার’

শঙ্করলাল কর্মকার
উত্তমকুমার অভাব অবস্থায় সরাসরি মাধবীর মেকআপ রুমে প্রবেশ করলেন। অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায় একসময় বলেছিলেন, বাংলা সিনেমায় মহানায়ক উত্তম কুমার বরাবরই বড় অভুত ধরনের ‘স্টাচ’ দিতে পারতেন। সেটা তাঁর অভিনয়জীবন হোক, চাই ব্যক্তি জীবন। মাধবীর স্মৃতিতে ফিরে আসে ১৯৬৫ বা ১৯৬৬ সাল। উত্তমকুমারের সঙ্গে তাঁর প্রথম ছবি ছিল ‘থানা থেকে আসছি’, যদিও একসঙ্গে কোনো দৃশ্যই ছিল না। দ্বিতীয় ছবি ছিল ‘শম্ভুবেলা’; এবারেরই প্রথমবার নায়িকার সখশায় উত্তমকুমারের সঙ্গে অভিনয়ের সুযোগ পান তিনি। ঐ ছবিতে উত্তমবাবু ছিলেন এক মদ্যপ স্বামী, আর মাধবী ছিলেন তার স্ত্রী। শুটটির শুরু দিকে একদিন হঠাৎ দেখা যায়;উত্তম কুমার মদ্যপ অবস্থায় সরাসরি মাধবীর মেকআপ রুমে প্রবেশ করেছেন। মাধবী বিস্মিত হয়ে যান, স্তম্ভিতও বটে। নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তিনি। মনে হয়েছিল;একটা সুন্দর ইমেজের এমন মৃত্যু বুঝি ঘটেে চলেছে।চারদিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেন মাধবী। তখন উত্তম কুুমার জড়ানো কষ্টে বললেন, আজকের শুটিংয়ে সনিখুন্দো তোমার জানা আছে তো? আমি কিন্তু তোমার মদ্যপারী স্বামী। তুমি আমায় সহ্য করতে পারছো? তেমন একটা সিকোয়েন্স না? মাধবী বলেন, আপনাকে আমি সহ্য করতে পারছি, পারবও আরও অনেককাল। কারণ একসময় আমি আপনার ফ্যান ছিলাম। কিন্তু আজ শুটিংয়ে আপনাকে এ অবস্থায় দেখব, তা ভাবিনি। তখন উত্তমকুমার সাধা অব ইণ্ডিয়া)

নিদর্শন আর নৈই। প্রাচীনত্ব আর আধুনিকতার সংমিশ্রণ বলতে পারেন। তিনিই গতকালের দ্বীপাস্থিতা অমাবস্যার পূজোর তদারকি করছিলেন। রাতে অমাবস্যায় আড়ম্বরে পূজো হবে। তবুও কয়েকজন ভক্ত সকাল বেলাতেই পূজো দিতে এসেছেন। মন্দিরের পুরোহিত প্রদীপ চক্রবর্তী মহাশয়। গত দু বছর ধরে পূজার দায়িত্বে। প্রতিষ্ঠা দিবস ছাড়াও প্রতি অমাবস্যায় মায়ের পূজো হয় মোটামুটি আড়ম্বরে সাথে। মন্দিরের সামনে চকচকে হাড়িকাঠ থাকলেও পশুবলি বন্ধ হয়ে গেছে অনেকদিন। পূজোর সময় আখ, চালকুমড়া ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়। ফিরে যাই মন্দিরের স্থাপত্যের বর্ননায়। সেই দ্বিতীয় তলের চার কোণায় চারটি রত্ন বা চূড়া রয়েছে। এবং মাখখানের চূড়াটি অন্যান্য চূড়া থেকে একটু উঁচু। একতলায় পাঁচ খিলান বিশিষ্ট প্রবেশপথ। প্রতিটি খিলানের অর্ধবৃত্তাকার নকশার ওপর ঠিক মাখখানে একটি করে পাখির স্ট্যাকো। বোধহয় পারাবত। তার ঠিক ও পরে, একেবারে মাখখানে প্রতিষ্ঠা লিপি। দুই দিকে দুই সাদা মার্বেল পাথরের তৈরী সিংহ। রাজকীয় মেজাজে বসে। খিলান গুপ্তহয়ে বারান্দা। তারপর পাথরিতে নাতিউঁচু বেদীর ওপর প্রস্ফুটিত পদ্মদলের মধ্যে শায়িত শিবের ওপর দণ্ডায়মান মা কালীর মূর্তি। মন্দিরটি উঁচু ভিতের ও পর অবস্থিত। মাটি থেকে ধাপে ধাপে টানা সিঁড়ি পেরিয়ে মন্দিরের দালানে উঠতে হয়। সিঁড়ির দুপাশে দুলি সাদা রঙের বেশ বড়সড় সিংহ, পাল চৌধুরী জমিদারীর প্রতীক বা সাক্ষী হিসেবে এখনো রয়েছে। যেন মন্দিরকে পাহারা দিচ্ছে। মন্দিরটির রক্ষণাবেক্ষণে বেশ যত্ন দেওয়া হয়। রঙটাও বেশ ভালো, সাদা ও হালকা বেগুনি রঙে রঙ করা। বেশ ভালো লাগলো। কোনোরকম উত্তরা নৈই শান্ত সিন্ধু রঙ চোখ আর মনের পক্ষে আরামদায়ক। মন্দির থেকে বেশোবার আগে ভাবছিলাম দক্ষিণেশ্বর মন্দির তৈরি হয়েছিলো ১৮৫৪ সালে। ভবতারণী মায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৮৫৫ সালে। তারও কুড়ি বছর আগে এই মন্দির তৈরী, তার মানে ১৮৩৪/৩৫ সালে। তখন এই অঞ্চলের অবস্থা কেমন ছিলো। পাল চৌধুরীদের জমিদারী ছিলো ঠিক কথা। কিন্তু লোক বসতি কেমন ছিলো। আজকে তো এই অঞ্চল পুরো খিঞ্জি হয়ে গেছে। গায়ে গায়ে বাড়ি। প্রচুর লোকজন। এই অঞ্চলে বন জঙ্গলই ছিল লোকবসতি ভেমন ছিলো না।

চাষবাস

শীতের আগে ডুয়ার্সে বৃষ্টি বিপর্যয়, জলের তলায় চা বাগান, ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা হড়পা বানে জলে ডুবে উত্তরের বিঘের পর বিঘে জমি

প্রকৃতির তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত ডুয়ার্স। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একাধিক চা-বাগান। কোথাও সড়ক উড়ে গিয়েছে, কোথাও কালভার্ট ভেঙে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। নদীর গতিপথ বদলে গিয়েছে। চা-বাগানের বিস্তীর্ণ জমি ক্ষতিগ্রস্ত। অনেক জায়গায় সীমানা প্রাচীর ধসে গিয়ে ফাটুরির এলাকা উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন বাগানে মাটি আলগা হয়ে পড়ে গিয়েছে অসংখ্য ছায়াগাছ। ডুয়ার্সের জিতি চা বাগানের ‘ লাইন’ শ্রমিক মহল্লার একমাত্র রাস্তায় থাকা কালভার্টি সম্পূর্ণ ভেঙে যাওয়ায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বিপাকে পতিত ৭০টি পরিবার। একই পরিস্থিতি গাঢ়িয়া লাইনেও। এখানে ৬০টি পরিবার বিপাকে পড়েছে। শনিবার রাতেই জল ঢুকে পড়ে বাগানের ৮ নম্বর শ্রমিক মহল্লায়। ফলে শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্ক রয়েছে। বাগানের ৩ নম্বর সেকশনেও কালভার্ট ভেঙে গিয়েছে। ফাটুরির ৭০ মিটার দেওয়াল ভেঙে গিয়েছে প্রবল জলোচ্ছ্বাসে। জিতি চা বাগানের ম্যানেজার নবীন মিশ্র বলেন, কৃষা লাইনে শ্রমিক মহল্লা গাঢ়িয়া নদীর একেবারে ধারে। নদী যে কোনও সময় পথ বদলে ঢুকে পাশে পারে তিতরে। বাগানের এক শ্রমিক



হচ্ছে। ফলে উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত। কারণ, চা-বাগানে ঢোকার একমাত্র রাস্তাও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একাধিক কালভার্ট ভেঙে পড়েছে। বাগানের ম্যানেজার সত্যনারায়ণ সাউ বলেন, কালভার্টগুলি মেরামত না করলে গোটা কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। হিলা চা-বাগানের একমাত্র রাস্তাও ক্ষতিগ্রস্ত। ম্যানেজার ব্রিজেশ রাই বলেন, এই অবস্থায় বাগানের মালপত্র কিংবা মানুষ আসা-যাওয়া করতে পারছে না। দ্রুত রাস্তা ঠিক

জেলার ক্ষুদ্র চা চাষিরাও এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে চরম ক্ষতির মুখে পড়েছেন। অনেকেরই ছোট ছোট বাগান জলমগ্ন হয়েছে। চা বণিকসভা আইটিপিএ-র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রাম অবতার শর্মা বলেন, এই ভয়াবহ ক্ষতির হাত থেকে চা শিল্পকে রক্ষা করতে হলে রাজ্য সরকারের অবিলম্বে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপের আবেদন জানাচ্ছি। চা উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ সময় শীতের আগের এই পর্যায়ে

এমন দুর্ঘাণে চা শিল্পের উপর বিশাল প্রভাব ফেলবে। হড়পা বানে বিধস্ত হয়েছে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলা এবং শিলিগুড়ি মহকুমার কৃষি বলয়। মারাত্মক ক্ষতির মুখে কয়েক হাজার আমন ধান চাষি। কাদায় তলিয়েছে বেগুন, লঙ্কার মতো সবজি খেত। নষ্ট হয়েছে বিহার পর বিঘা জমির বিগুড়, পটল, শশার মতো মাচার ফসল। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জনাতে কৃষি দপ্তর সমীক্ষার কাজ শুরু করেছে। কিন্তু চাষের মাঠ জল-কাদায় ডরে থাকায় এখনও সব এলাকায় ঢুকতে পারেননি কৃষি দপ্তরের কর্তারা। যদিও আধিকারিকদের প্রাথমিক অনুমান, ক্ষতির পরিমাণ কয়েক কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে।আমন ধানে সবে শীঘ্র এসেছে। কয়েক দিন পরই আলিপুরদুয়ার জেলা এবং শিলিগুড়ি মহকুমায় প্রায় তিনশো হেক্টর ধানের খেত নষ্ট হয়েছে। রামশাই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর বিপ্লব দাস বলেন, জলপাইগুড়ি জেলার জলঢাকা ও তিস্তা নদীপাড়ের ধান চাষিরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

তার মধ্যে রয়েছে ক্রান্তি, ময়নাগুড়ি, বানারহাট, ধূপগুড়ি, নাগরাকাটা ও রাজগঞ্জ। আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট, আলিপুরদুয়ার-১২, কালাচিনি, কুমারগ্রামে বেশি ক্ষতি হয়েছে। শিলিগুড়ির নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা মেচি নদীর জলে তলিয়েছে। কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ, মেখলিগঞ্জ এলাকাতেও ধানের খেত জলের তলায়। কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ১ হেক্টর জমিতে ৪ টনের বেশি ধান উৎপাদন হয়ে থাকে। হড়পা বানে প্রায় চারশো হেক্টর ধানের খেত কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ধানের পাশাপাশি সবজি চাষেও বিপদ গর্জছে। জলে ডেবেছে ফুলকপি, বাধাকপি, টমাটোর বীজতলা। বিহার পর বিঘা জমিতে ফলস্ত বেগুন গাছ কাদায় তলিয়ে নষ্ট হয়েছে। যেকোনেকুটি এলাকায় জলের তোড়ে ডেবেছে শিম, লাউ, শসা মাচা। কৃষিদপ্তরের এক কর্তা জানান, সমীক্ষার কাজ চলছে। রুকন্তরের কর্মীরা সব দিক খতিয়ে দেখে রিপোর্ট তৈরির কাজ করছেন। এই অবস্থায় আগামী দিনে কী হবে? এই লোকসান কীভাবে সামাল দেওয়া যাবে? সেই ভাবনাতেই এখন মাথায় হাত কৃষকদের।

ডিভিসির ছাড়া জলে ডুবেছে উলুবেড়িয়ায় ধানজমি! মাথায় হাত কৃষকদের

ডিভিসির ছাড়া জলে প্রাণিত হয়েছে হাওড়ার ভাটোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর ভাটোরা। ক্ষতির মুখে প্রায় দু’হাজার বিঘা ধানজমি এবং সবজির খেত। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পরিদর্শনে এসেছিলেন আমতার বিধায়ক সুকান্ত পাল। তিনি কৃষকদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। জল না কমলে কীভাবে চাষ হবে, ফসলের কতটা ক্ষতি হল, সেসব ভেবেই মাথায় হাত কৃষকদের।নিম্নচাপের বৃষ্টিতে দক্ষিণঙ্গে বৃষ্টি হয়েছে বেশ কয়েকদিন ধরে। বিহার, ঝাড়খণ্ডেও প্রবল বৃষ্টি হয়েছিল। ডিভিসি জল ছাড়ায় রুপনারায়ণ এবং মুণ্ডেশ্বরী নদীর জলস্তর বেড়ে যায়। মূলত রবিবার রাত থেকে জল বাড়ছিল উত্তর ভাটোয়ায়। সোমবার আরও বেশি এলাকা প্রাণিত হয়। বিকেলের দিকে আরও বেশি জয়গা প্রাণিত হয়। মাঠঘাট তো বটেই, গ্রামের রাস্তাও ডুবে যায়। তবে, দক্ষিণ ভাটোরা এবং ঘোড়াবেড়িয়া চিতনানের বিভিন্ন

অংশের মাঠঘাট ডুবলেও বড় রাস্তাঘাট সেভাবে ডোবেনি। মাঠ ঘাট ডুবে যাওয়ার ফলে দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত মিলিয়ে প্রায় দুই হাজার



বিহার থান এবং সবজি চাষ নষ্ট হয়েছে বলে দাবি ভাটোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অশোক গায়েন এবং ঘোড়াবেড়িয়া চিতনান গ্রাম

পঞ্চায়েতের প্রধান সাবিনা বেগমের।স্থানীয়দের বক্তব্য গত বর্ষার পর অবস্থা কিছুটা উন্নতি হওয়ায় মানুষ ধান এবং সবজি চাষ

গিয়েছে। ফলে কৃষকরা ক্ষতির মুখে পড়লেন। এদিকে উত্তর ভাটোয়ায় রাস্তাঘাট ডুবে যাওয়ায় লোকেরা ঘরবন্দিও হয়ে পড়েছেন। অশোক

রেখেছে। কাউকে সরানোর মতো বা ত্রাণ শিবির খোলার মতো পরিস্থিতি হয়নি। এখনও ভয়েম মত তেমন কিছু হয়নি। প্রকৃতির রুদ্ধরোধে শনিবার রাতে কয়েকঘণ্টায় তছনছ করে দিয়েছে উত্তরবঙ্গকেও। লাগাতার বৃষ্টির সঙ্গে ভূতান থেকে নেমে আসা জলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। রবিবার সকাল থেকেই চলছে উদ্ধারকাজ। সোমবার সকালে পাহাড়ের উদ্দেশে রওনা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিমানবন্দরের বাইরে থেকে জলযন্ত্রণা নিয়ে কেন্দ্রকে তোপ দাগলেন তিনি। বলেন, কতটা জল সামলাবে? বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে জল আসছে। গঙ্গা ইটটধুরা ডিভিসি ইচ্ছেমতো জল ছেড়ে চলেছে। মইথন, ডিভিসন, পক্ষেতের জন্য জলযন্ত্রণা ভোগ করছি লাগাতার। কলকাতার কী অবস্থা হয়েছিল সেদিন। এদিকে ভূতান, সিকিমের জলে নাগরাকাটা, ধূপগুড়ির ভয়ংকর অবস্থা। ম্যান মেড বন্যায় এতগুলো প্রাণ লে।

উত্তরের বিখ্যাত তুলাইপাঞ্জির চাষ এবার দক্ষিণে তেহট্টের রনিতের

উত্তর দিনাজপুরের তুলাইপাঞ্জি চালের খ্যাতি রয়েছে গোটা বিশ্বে। স্বাদে এবং গুণে এই চাল অতুলনীয়। এবার সেই তুলাইপাঞ্জি ধানের চাষ শুরু হল নদিয়ার তেহট্টে। পরীক্ষামূলকভাবে এই ধানের চাষ শুরু হয়েছে। এরপরেই এই ধান চাষ সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে শুরু করেছেন অন্যান্য চাষিরাও। এমনকী কৃষি দপ্তরের তরফেও এই চাষের বিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

তেহট্ট থানার বেতাই উত্তরজিৎপুর গ্রামের বাসিন্দা, পেশায় কৃষক রনিত বিশ্বাস এই তুলাইপাঞ্জি ধানের চাষ শুরু করেছেন। তিনি

জানান, ডঃ বি আর আয়েদকর কলেজের অধ্যাপক- প্রহ্লাদ বিশ্বাসের কাছ থেকে এই ধান সম্পর্কে প্রথম জানতে পারি। এরপরই প্রাথমিকভাবে ৫ কাঠা জমিতে এই চাষে আগ্রহী হই। এক্ষেত্রে রনিত বিশ্বাসকে অনেকটাই সাহায্য করেছে গুগল! তর্ক কথায়, গুগল সার্চ করে এই ধান সম্পর্কে অনেক জ্ঞানতে পারি। অধ্যাপক- প্রহ্লাদ বাবুর বাড়ি রায়গঞ্জের ঔই এলাকায় হওয়ার কারণে স্যারকে অনুরোধ করি, কিছুটা পরিমাণ তুলাইপাঞ্জি ধানের বীজ সংগ্রহ করে দিতে। আমার অনুরোধ প্রহ্লাদবাবু ফেলতে পারেননি। তিনি প্রায় দুই কেজি ধানের

বীজ বিনামূল্যে রায়গঞ্জ থেকে আমাকে নিয়ে এসে দেন।এই ধান মূলত নন বাসমতি আলিয়ারোটিক রাইস। ইন্ডিয়ান সুগন্ধি চাল বলতে পৃথিবী খ্যাত বাসমতি কিন্তু বাসমতির পাশাপাশিও যে ভারতবর্ষে অন্যান্য সুগন্ধি এবং পুষ্টিগুণ সম্পূর্ণ চালের যে প্রজাতি আছে তার মধ্যে অন্যতম একটি চাল হচ্ছে এই তুলাইপাঞ্জি। ইতিমধ্যে এই হাল সারা পৃথিবীতে খ্যাতি অর্জন করেছে। এই চাষের ভাত সুগন্ধি এবং স্বাদ ও পুষ্টিগুনে ভরপুর। এই ধানটা মূলত চাষ হয় উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ মহকুমার রায়গঞ্জ ব্লকে। আর এই ব্লকে যে জয়গাটিতে

রায়গঞ্জের পার্শ্ববর্তী যে ব্লক গুলো আছে যেমন কালিয়াগঞ্জের কিছুটা অংশ, হেমতাবাদ এবং ইচাটার ব্লকের কিছুটা অংশে এই ধানের চাষ হয়। এই ধানের চাষটা মূলত ভাত্র মাসের মাঝামাঝি সময়ে অন্য ধানের অনেক পেরে চারা রোপন করতে হয়, এবং বর্ষার বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার পরে এই ধানের শিম ঝের হবে, এটাই হচ্ছে এই ধান চাষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। এই চাল রোপন করতে হয়, এবং বর্ষার বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার পরে ভাত্র হজম হয়। ভারতের বাইরেও এই চালের প্রচুর পরিমাণে চাহিদা রয়েছে।

ইস্তফা দেওয়া লেকনুই ফের ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী! বিদ্রোহের আগুনে জ্বলছে গোটা ফ্রান্স

১১ অক্টোবরঃ বিদ্রোহের আগুনে জ্বলছে গোটা ফ্রান্স। অচলাবস্থা চরম আকারে দেশটিতে। এই পরিস্থিতিতে সেবাস্তিযান লেকনুকে

সেই সময়ই ম্যাক্রোঁ পার্লামেন্ট ভেঙে দেন। আর তার ফলে আকস্মিক নির্বাচনের মধ্যে যেতে হয় দেশকে। সেই থেকে অস্থিরতা চলছে। দু’বছরে

করেছেন। কিন্তু এবার সেই লেকনুকেই মসনদে ফিরিয়ে এনে রাজনৈতিক অস্থিরতা কাটিতে চাইছেন ম্যাক্রোঁ।লেকনুর্ব আগে ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ফ্রাঁসোয়া বরক। তাঁর মন্ত্রিসভায় প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন লেকনুর্। ৮ সেপ্টেম্বর বরক অনাস্থা ভোটের হারের পর লেকনুকে উত্তরসূরি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। যদিও পদে বসার পর এক মাস পর হওয়ার আগেই পদ ছাতে হল তাঁকে। জানা যাচ্ছে, সোমবার ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক শেষের পরেই। এরপরই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন তিনি। তবে সেই কী এমন আলোচনা হল, যার জেরে পদ ছাড়তে হল প্রধানমন্ত্রীকে তা অবশ্য জানা যায়নি। এবার সেই লেকনুকেই ফেরালেন ম্যাক্রোঁ। বিদ্রোহের আগুনে জ্বলছে গোটা ফ্রান্স। অচলাবস্থা চরম আকার নিয়েছিল দেশটিতে। তারই প্রতিফলন এবার দেখা গিয়েছিল সরকারের অন্দরে। জনবিক্ষোভের জেরে মন্ত্রিসভা গঠনের মাত্র কয়েকঘণ্টা পরই ইস্তফা দিলেন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী সেবাস্তিযান লেকনুর্। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী পদে বসার মাত্র এক মাসের মধ্যেই গদি ছাড়তে হল লেকনুকে।



আক্রমণ করল বিদ্রোহী গোষ্ঠী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)। ফিদায়ের হামলায় এখনও অন্তত ১৩ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে।শুক্রবার রাতে খাইবার পাখুনুনখোয়া প্রদেশের ডেরা ইসমাইল খান জেলার রাস্তা কুলাচি পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আত্মঘাতী হামলা চালায় টিটিপি। হামলাকারীদের খতম করতে পালাটা গুলি চালাতে শুরু করে পুলিশ। দীর্ঘক্ষণ দু’পক্ষের গুলির লড়াই চলার অবশেষে ছয় জঙ্গি এবং সাত জন নিরাপত্তারক্ষীর মৃত্যু হয়। প্রসঙ্গত, আফগানিস্তানের তালিবান বিদেশমন্ত্রীর ভারত সফরের সময়ই কাবুল এবং পকতিকা প্রদেশে হামলা চালায় পাক সেনা। তবে ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। স্ববদামাধ্যমের একাংশের দাবি, টিটিপি নেতা নূর ওবালি মাসুদকে লক্ষ্য করে হামলা চালায় পাকিস্তান। তার্শপূর্ণভাবে, আফগানিস্তানে পাক সেনার আক্রমণের পরেই পাকিস্তানে পালাটা হামলা চালাল টিটিপি। উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরেই পাকিস্তানের মাথাবাখাযার অন্যতম বা কারণ এই আফগানিস্তানের মদতপুষ্ট টিটিপি জঙ্গি। খাইবার পাখুনুনখোয়া, বালুচিস্তান-সহ পাক-আফগান সীমান্ত এই জঙ্গিদের ঘাটি হিসেবে পরিচিত। সেখান থেকে প্রায়শই পাক সেনাবাহিনীর উপর চলে মারণ হামলা। এদিকে, এই অঞ্চলগুলোর মধ্যে দিয়ে গিয়েছে চিন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোর বা সিপিইসি। সেখানেও চীনা আধিকারিকদের উপর বহবার হামলা চালািয়েছে এই জঙ্গিরা। এই অঞ্চলে লাগাতার জঙ্গি হামলায় ধাক্কা খেয়েছে পাকিস্তানের অর্থনীতিও।

১১ অক্টোবরঃ আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল এবং পকতিকা প্রদেশে বিমান হামলা চালিয়েছিল পাক সেনা। তারই ‘ হিসাবে এবার পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার একটি পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে

মাটির নিচে লুকানো ১৭৭ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার যাত্রাপুরে

সোনামুড়া (ত্রিপুরা), ১১ অক্টোবর (হি.স.)ঃ শনিবার দুপুরে সিপাহীজলা জেলার যাত্রাপুর থানার পুলিশের নেতৃত্বে খলিবাড়ি এলাকায় বড়সড় অভিযান চালানো হয়। অভিযানে শিবু পালের বাড়ি থেকে প্রাস্টিকের ড্রামে লুকানো প্রায় ১৭৭ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই অভিযান গোপন সূত্রের ভিত্তিতে যাত্রাপুর থানার পুলিশ ও গোয়ে াদ্য বিভাগের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হয়। অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন যাত্রাপুর থানার ওসি স্মৃতিকান্ত বর্ধন। সঙ্গে ছিলেন সাব-ইন্সপেক্টর প্রীতম দত্ত, অমরকিশোর দেববারী, রুমি আক্তার এবং ২০ জন ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (টিএসআর) জওয়ান। ঘটনাস্থলে বাড়ির মালিক শিবু পাল উপস্থিত ছিলেন না। বাড়িতে ছিলেন এক মহিলা, যার বয়স প্রায় ৭৯ বছর। পুলিশ আসার আগে বাড়ির অন্যান্য পুরুষ সদস্যরা পালিয়ে যায়। পরে বসতঘরের চারপাশে মাটি খুঁড়ে প্রাস্টিকের ড্রামে গাঁজা লুকানো অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সমস্ত মাল্যামাল বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে যায়। সাব-ইন্সপেক্টর প্রীতম দত্ত বলেন, এটা আমাদের পুলিশের বড় সফলতা। মাটি খুঁড়ে গাঁজা উদ্ধার করতে প্রায় দেড় থেকে দুই ঘণ্টা সময় লেগেছে। আশেপাশের মানুষজনের কোনও বিঘ্ন ঘটেনি, অভিযান সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। প্রীতম দত্ত আরও জানান, উদ্ধার হওয়া গাঁজার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে শিবু পাল ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযুক্তদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। যাত্রাপুর থানার এলাকায় অবৈধ গাঁজা চাষ ও পাচার রোধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন সাব-ইন্সপেক্টর প্রীতম দত্ত।

আলগাপুরে বিধানসভা ভিত্তিক মেঘা স্বাস্থ্য শিবির ১৫ অক্টোবর

হাইলাকাগিদ (অসম), ১১ অক্টোবর (হি.স.) হাইলাকান্দি জেলার অন্তর্গত আলগাপুরের বারানগদ গার্লস হাইস্কুল প্রাক্ষে আগামী ১৫ অক্টোবর বিধানসভা ভিত্তিক মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। এটি হবে হাইলাকান্দি জেলার দ্বিতীয় বিধানসভা ভিত্তিক মেঘা স্বাস্থ্য মেলা। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠেই এই বিশেষ স্বাস্থ্য মেলায় মূল উদ্দেশ্য হলো জেলার শত্ন থেকে ১৮ বছর বয়সি শিশুদের নানা ধরনের শারীরিক সমস্যার শনাক্তকরণ, চিকিৎসা ও রেফারেল সুবিধা প্রদান। এতে মোট ৫৯টি ভিন্ন শ্রেণির রোগ চিহ্নিত করা হবে, যার মধ্যে জন্মগত, স্নায়বিক, জেনেটিক, অন্তঃস্রাবী, চোখ-কান, বস্ত্র, লিভার-কিডনি ও অপুষ্টিজনিত সমস্যাগুলি অন্তর্ভুক্ত। মেগা হেল্থ ক্যাম্প তিনটি ধাপে পরিচালিত হবে। প্রথম ধাপে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) অনুষ্ঠিত হবে বিভিন্ন বিধানসভা ভিত্তিক স্কিনিং শিবির। দ্বিতীয় ধাপে নভেম্বর মাসে মেডিক্যাল কলেজে রোগ নিশ্চিতকরণ, এবং তৃতীয় ধাপে ডিসেম্বর মাসে চিকিৎসা কার্যক্রম সম্পন্ন হবে রাজ্য বা প্রয়োজনে রাজ্যের বাইরের অনুমোদিত হাসপাতালে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা বিভাগসমূহের মধ্যে থাকবে শিশু বিভাগ, মেডিসিন, সার্জারি, নিউরোলজি, কার্ডিওলজি, গাইনোকোলজি, অর্থোপেডিজ, ক্যান্সার, চোখের বিভাগ ও আয়ু্ষ চিকিৎসা। স্বাস্থ্য মেলায় মোট ১০টি রেজিস্ট্রেশন কাউন্টার, ২৫টি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা ইউনিট, একটি সাধারণ চিকিৎসা ইউনিট, একটি ডেহটাল ইউনিট, একটি আয়ু্ষ ইউনিট ও ১২টি রেফারেল টিম থাকবে। এছাড়া এসিসিএফ স্কিনিং কাউন্টারও চালু থাকবে। শিবিরে যে সব শিশুর উন্নত চিকিৎসার পুরো্য়াজন বলে মনে হবে, তাঁদের তথ্য ও লাইভ ফটোগ্রাফ জেলা পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। পরবর্তী ধাপে নভেম্বর মাসে মেডিক্যাল কলেজে তাঁদের পুনঃপরীক্ষা হবে এবং ডিসেম্বর মাসে চিকিসা শুরু করা হবে। উল্লেখ্য, জেলার প্রথম বিধানসভা ভিত্তিক বৃহ স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছিল গত ২৩ সেপ্টেম্বর কাটিলিছডায়। সেই শিবিরে মোট ২,১৪৭ জন অংশ নেন এবং ৩৫৯ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার করা হয়েছে। এই স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন হাইলাকাগিদর জেলা কমিশনার অভিষেক জৈন, হাইলাকান্দির বিধায়ক জাকির হুসেন লস্কর , জেলা বিজেপি সভাপতি কল্যাণ গোস্বামী, অতিরিক্ত জেলা কমিশনার (স্বাস্থ্য) এবং শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, পিঅইচই, পুলিশ ও স্বাস্থ্য বিভাগের আধিকারিকরা।

নকভার্ড ড্রেন নির্মাণ পরিদর্শন করলেন আগরতলার মেয়র



আগরতলা, ১১ অক্টোবর (হি.স.) ঃ আগরতলা পুর নিগমের স্মার্ট সিটি উদ্যোগের অংশ হিসেবে মেঘর দীপক মজুমদার শনিবার শহরের লক্ষী নারায় বাড়ি রোড ও উল্লেখ্য কলেজ রোড এলাকায় কভার্ড ড্রেন নির্মাণ কাজের পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের মূল লক্ষ্য ছিল বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা প্রতিরোধে তৈরি ড্রেনেজ অবকাঠামোর অগ্রগতি ও গুণমান মূল্যায়ন। পরিদর্শনকালে মেয়র দীপক মজুমদার বিভিন্ন সরকারি দফতরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কাজের অগ্রগতি, রাস্তা ও ড্রেনের মেরামতের জরুরি প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি স্থানীয়দের অসুবিধা কমানোর জন্য জল নিষ্কাশন ব্যবস্থার গুরুত্বে জোর দেন। ড্রেন নির্মাণের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে মেয়র সংশ্লিষ্টদের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাব, বস্ত্র কালভার্ট নির্মাণের নির্দেশ দেন। আসা করা হচ্ছে, এই কাঠামোগুলি ভারী বৃষ্টিপাতের সময় এলাকার জল ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। মেয়র দীপক মজুমদার বলেন, পথচারী এবং দৈনন্দিন যাত্রীদের অসুবিধা কমানোর দিকে মনোযোগ দিয়ে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ করা হচ্ছে। পরিদর্শনে মেয়রকে সাথে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেডের সিইও ডাঃ শৈলেশ কুমার যাদব, নগর উন্নয়ন সচিব অভিষেক সিং, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধান দফতরের প্রকৌশলী এবং অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তারা।

দশদিন পরও হ্দিস নেই মেলাঘরের নিখোঁজ নাবালিকার

মেলাঘর (ত্রিপুরা), ১১ অক্টোবর (হি.স.)ঃ মেলাঘর থানার অন্তর্গত পূর্ব নলচর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর ওয়ার্ড থেকে এক নাবালিকাকে অপহরণের ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগের দশ দিন পরও মেয়েটিকে উদ্ধার করতে না পারায় পরিবারের পাশাপাশি স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। পরিবারের অভিযোগে, দুর্গা পূজার বিজয়া দশমীর দিনে অজ্ঞাত পরিচয় বাক্তি মেটেটিকে লোভ করে ডুলে নিয়ে যায়। নিখোঁজ মেয়েটির বয়স আনুমানিক ১০ থেকে

১২ বছরের মধ্যে। শিশুটির বাবা জানান, সেই দিন থেকে আমরা আমাদের মেয়েকে দেখিনি বা তার কোনো খোঁজ পাইনি।

Name Change
I, Muksed SK (old name) son of Sk Se- fajuddin, residing at Vill: Dakshin Bad- hia, P.O – Mirgoda, P.S- Ramnagar, Dist: Purba Medinipur, Pin: 721446, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Muksed (new name) as declared before the Notary Public at Contal, Purba Medinipur dated 10/10/2025. Muksed Sk and Sk Muksed both are same and one identical person.

Name Change
I, Mausumi Singh Chatterjee (old name) wife of Naizul Singh, residing at W2C (R) 1 8/2, Phase-V, P.S- Golf Green, Kolkata – 700095, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Mausumi Chatterjee (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 10/10/2025. Mausumi Singh Chatterjee and Mausumi Chatterjee both are same and one identical person.

মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা সূচিকিৎসা

Name Change
I, SOUREN BANERJEE (OLD NAME) S/O PANINDRA NATH BANERJEE , RESIDING AT.1 , RABINDRA NAGAR MILL QUARTER STREET ,POST - HOWRAH ,DIST – HOWRAH , WEST BENGAL – 711302, INDIA , HAVE CHANGED MY AND SHALL HENCE- FORTH BE KNOWN AS SOURENDRA NATH BANERJEE(NEW NAME) , AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 10/10/2025 SOURENDRA NATH BANERJEE (NEW NAME) SOUREN BANERJEE (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND INDENTICL PERSON.

Name Change
I, TARUN MONDAL (OLD NAME) S/O AJIT KUMAR MONDAL , RESIDING AT.VIII – KADILPUR FAKIRBAZAR P.O - SEKENDARI ,P.S – DASPUR , DIST – PASCHIM MEDINIPUR – 721146, W.B., INDIA , HAVE CHANGED MY AND SHALL HENCE- FORTH BE KNOWN AS TARUN KUMAR MONDAL (NEW NAME) , AS DECLARED.LD.A.C.J.M FIRST CLASS GHATAL SL NO. - 17 DATED 09/10/2025 TARUN KUMAR MONDAL (NEW NAME) TARUN MONDAL (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IND- ENTICL PERSON,

Name Change
I, Bakibulloah Md (old name) son of Late Md Amir Hossain, residing at Kaikhali Peter Bagan, P.O – Airport, P. S- Baguiali, Dist: North 24 Parganas, Pin: 700052, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Mohammad Bakibullah (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, Kolkata vide affidavit No. 24042 dated 08/10/2025. Bakibulloah Md and Mo- hammad Bakibullah both are same and one identical person.

Name Change
I, Kazi Nurul Haque (Old Name) S/o Kazi Golam Panjatan Residing at Vill- North Kazipara Dakshin Para Central Road, P.o - Kazipara, P.s - Barasat, District - North 24 Parganas, Pin - 700125 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Quazi Nurul Haque (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 10-10-2025. Kazi Nurul Haque (Old Name) and Quazi Nurul Haque (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Sk Mussa (Old Name) S/o Late Musliml Sk Residing at 72/8, Bashirud- din Munshi Lane, P.o - Howrah, P.s - Howrah, District - Howrah, Pin- 711101 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sk Md Mussa (New Name) as de- clared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 10-10-2025. Sk Mussa (Old Name) and Sk Md Musa (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Sanjib Paul (Old Name) S/o Samir Kumar Paul Residing at 1st FR. FL-B, 9 Nilkanta Chatterjee Street, P.o - Bel- ghori, District - North 24 Parganas, Pin - 700056 West Bengal, India have Changed my name and shall hence- forth be known as Sanjib Kumar Paul (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 10-10-2025. Sanjib Paul (Old Name) and Sanjib Kumar Paul (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Saba Nishat (Old Name) W/o Pratap Mudi Residing at Udbastu Para, Bha- tenda, Rajarhat, District - North 24 Par- gasan, Pin - 700135 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Babli Mudi (New Name) as declared before the L.d. Judicial Magistrate (1st Class) vide af- fidavit no 1745 Dated 01-09-2025. Saba Nishat (Old Name) and Babli Mudi (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Indira Mukhopadhyay (Old Name) W/o Debashis Mukhopadhyay Residing at 15B Bengal Merlin Housing, T-2, Flat No.15B, 4 Mahispathan, Sector-V, Salt Lake City, P.o - Krishnapur, P.s- Elec- tronic Complex, District- North 24 Par- gasan, Pin - 700102, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Indira Debashis Mukhopadhyay (New Name) as de- clared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Bidhannagar vide affidavit no 1578 Dated 08-10-2025. Indira Mukhopadhyay (Old Name) and Indira Debashis Mukhopadhyay (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Suriya Begam Sarkar (Old Name) W/o Saidul Islam Sarkar Residing at Metekhal Uttarpara, Vtc - Bhagabatpur, P.o - Bhagabatpur, District- Hooghly, Pin - 712701, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Suraiya Begam Sarkar (New Name) as declared before the No- tary Public Kolkata vide affidavit no 27/2025 Dated 10-10-2025. Suriya Begam Sarkar (Old Name) and Suraiya Begam Sarkar (New Name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Amzad Molla alias Amjad Ali Mollah (Old Name) S/o Abdul Hamid Molla Re- siding at Pandua, District - Hooghly, Pin - 712149 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Know as Amjad Ali Molla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 28/2025 Dated 10-10-2025. Amzad Molla, Amjad Ali Mollah (Old Name) and Amjad Ali Molla (New Name) both are same and one identical person.

ইংলিশ ফুটবলঃ ইপিএলের মাস-সেরা হলান্ড



লন্ডন, ১১ অক্টোবর (হি.স.)ঃ প্রিমিয়ার লিগে সেপ্টেম্বর মাসের সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন ম্যানচেস্টার সিটির এই তারকা স্ট্রাইকার। চতুর্থবারের মতো প্রিমিয়ার লিগে ‘ম্যান অব দা মাস্হ’ নির্বাচিত হয়েছেন ম্যানচেস্টার সিটির এই তারকা স্ট্রাইকার। ২০২২ সালের জুলাইয়ে সিটিতে যোগ দেওয়ার পরের মাসেই স্বীকৃতিটি পান তিনি। এরপর ২০২৩ সালের এপ্রিল ও ২০২৪ সালের আগস্টে পান এই সম্মাননা। গত মাসে লিগে তিন ম্যাচ খেলে পাঁচ গোল করেন হলান্ড। সতীর্থের একটি গোলে সরাসরি ভূমিকাও রাখেন নরওয়ের এই ফুটবলার।

জয়সোয়াল নিজেকে নিয়ে গেলেন ব্র্যাডম্যানের উচ্চতায়



নয়াদিল্লি , ১১ অক্টোবর (হি.স.)ঃ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দিল্লি টেন্সে দারুণ এক সেঞ্চুরি করে জয়সোয়াল নিজেকে নিয়ে গেলেন নতুন এক উচ্চতায়। যেখানে তার ওপরে শুধু এমন একজন, যিনি সব সময় সবার

ওপরে থাকেন। এটাই নিয়ম-ডন ব্র্যাডম্যান। ২৬ বছর বয়সী এই ওপেনারের টেস্ট কেরিয়ারের এটি সপ্তম সেঞ্চুরি। বয়স ২৪ হওয়ার আগে জয়সোয়ালের চেয়ে বেশি সেঞ্চুরি আছে আর মাত্র তিনজনের। তারা হলেন- ডন ব্র্যাডম্যান (১২), শচীন টেণ্ডুলকার (১১) ও গ্যারি সোবার্স (৯)। আর ১৭৬ রানে অপরাজিত থাকা জয়সোয়াল নিজেকে নিয়ে গেছেন নতুন এক উচ্চতায়। তার ৭ সেঞ্চুরির পাঁচটিই ১৫০ ছাড়ানো। ২৪ বছর বয়সের আগে দেশ ছাড়ানো ইনিংস জয়সোয়ালের চেয়ে বেশি শুধু ব্র্যাডম্যানের (৮)। জয়সোয়ালের অভিষেকের পর তাঁর চেয়ে বেশি সেঞ্চুরি করতে পারেননি আর কোনও ওপেনার। ৪ সেঞ্চুরি করে দ্বিতীয় স্থানে আছেন ইংল্যান্ডের বেন ডাক্টে।

বিশ্বকাপ বাছই ঃ জার্মানদের আক্রমণের উড়ে গেলো লুক্সেমবার্গ



জার্মানি, ১১ অক্টোবর (হি.স.)ঃ জার্মানির একের পর এক আক্রমণে উড়ে গেল লুক্সেমবার্গ। ম্যাচের শুরুতেই দারুণ এক ফ্রি কিকে দলকে এগিয়ে নেন ডিফেন্ডার ডেভিড রাউট। এরপর আরও ভয়ংকর হয়ে উঠলো তারা। শেষ পর্যন্ত বা জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ল জার্মানি। ঘরের মাঠে শুক্রবার রাতে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ম্যাচে লুক্সেমবার্গকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে জার্মানি। ম্যাচে জেতা গোল করেন জসুয়া কিমিখ। আরেকটি গোল করেন সের্গে জিনাভি। এই জয়ে ৫ পয়েন্ট নিয়ে ‘গ্রুপের শীর্ষে উঠলো জার্মানি।এই দিন রাতে গ্রুপের আরেক ম্যাচে নর্দান আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ২-০ গোলে হেরেছে স্লোভাকিয়া। এই হারে গ্রুপের তিন নম্বরে নেমে গেছে দলটি। দ্বিতীয় স্থানেই আছে নর্দান আয়ারল্যান্ড। এই তিন দলেরই পয়েন্ট সমান ৬ করে।

জাখর প্রথম দিনেই নীরজ চোপডার মিটের রেকর্ড ভেঙে দিলেন



ভুবনেশ্বর, ১১ অক্টোবর (হি.স.)ঃ শুক্রবার কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে এশিয়ান অনূর্ধ্ব-১৮ চ্যাম্পিয়ন হিম্মাংশু জাখর তারকা জ্যোতিব্রত শ্রোয়াযার নীরজ চোপডার ১১ বছর বছরের রেকর্ড ভেঙে ২০২৬ সালের বিশ্ব অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে স্থান করে নিয়েছেন। এপ্রিলে সৌদি আরবে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ৬৭.৭৫৭ মিটার প্রো করে সোনা জেতা জাখর পুরুষদের অনূর্ধ্ব-১৮ বাছাইপর্বে ৭৯.৯৬ মিটার রেকর্ড করে বিশাল উন্নতি দেখিয়েছেন।এটি ২০১৪ সালে বিজয়ওয়াড়ায় নীরজের ৭৬.৫০ মিটার প্রচেষ্টার চেয়ে তিন মিটার বেশি এবং বিশ্ব অনূর্ধ্ব-২০ যোগ্যতা অর্জনের চিহ্ন ৬৮.৫০ মিটারের চেয়েও ভালো ছিল।

মহিলা ওয়ানডে বিশ্বকাপঃ নিউ জিল্যান্ডের কাছে হারল বাংলাদেশ



গুয়াহাটি, ১১ অক্টোবর (হি.স.)ঃ মহিলা ওয়ানডে বিশ্বকাপের তৃতীয় ম্যাচে নিউজিল্যান্ড দলের বিপক্ষে বড় ব্যবধানে হেরে গেল নিগার সুলতানা জ্যোতিবর দল। শুক্রবার গুয়াহাটিতে কিউই মহিলা দলের বিপক্ষে ব্যাট হাতে দাঁড়াতেই পারেনি টাইগ্রেস মহিলা দল। নিউ জিল্যান্ডের দেওয়া ২২৮ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে সবকটি উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ দল সংগ্রহ করে ১২৭ রান। ফলে ১০০ রানের হার নিয়ে মাঠ ছাড়তে হলো বাংলাদেশকে। মূলত কিউই পেসার রোসামারি মাইর এবং জেস কারের পেসের সমন্বয়ে দাড়াতে পারে নি টাইগ্রেসরা। বাংলাদেশের হয়ে বেশি রান করেন ফাহিমা ৩৪ ও রাবেয়া ২৫। কিউইদের হয়ে সর্বোচ্চ ৩টি করে উইকেট সংগ্রহ করেন জেস কার এবং লিয়া তানহা। নিউ জিল্যান্ড দল দিনের শুরুতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ২২৭ রান সংগ্রহ করে। দলের হয়ে সর্বোচ্চ রান করে ৬৯ এবং সৌফি ডিভাইন ৬৩ রান ও মাল্লি প্রিন করেন ২৮ রান। আর বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ ৬ উইকেট নেন রাবেয়া খান।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ৫০০ পেরিয়ে থামল ভারত

১১ অক্টোবর ঃ সোনালি ফর্ম অব্যাহত শুভানান গিলের। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে কেরিয়ারের দশম টেস্ট সেঞ্চুরিটা তুলে নিলেন তিনি। ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্য যে সুরক্ষিত, তা গিলের ব্যাটেই স্পষ্ট। দিল্লিতে অধিনায়কের ব্যাটে ভর করে বড় রানে থামল টিম ইন্ডিয়া। গিল যখন সেঞ্চুরি করেন তখন ভারতের রান ছিল ৪ উইকেট হারিয়ে ৪৮৫। তারপর দ্রুত রান তুলে ৫০০ পার করে দেয় গিল ও ধ্রুব জুরেলের জুটি। শেষ পর্যন্ত ৪৪ রানে জুলে আউট হতেই ৫১৮ রানে ডিক্লয়ার ঘোষণা করে ভারত। গিল অপরাজিত থাকেন ১২৯ রানে। ভারতীয় ক্রিকেটে মহানায়কের আসন কখনও শূন্য থাকবে না। অধিনায়কোচিত ইনিংস খেলে সেটা যেন প্রমাণ করে দিলেন গিল। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে যে জনতা টেস্টের দ্বিতীয় দিনে উপস্থিত ছিলেন, তারা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন ভারত অধিনায়কের ইনিংস। দুয়েকটা ব্যানারও চোখে পড়ল, গিলের জন্যই নাকি তাঁরা উপস্থিত। একসময় শচীন তেণ্ডুলকার, বিরাট কোহলিদের নিয়েও এরকম উম্মাদনা চোখে পড়ত। গিল সেই জায়গায় পৌঁছতে পারবেন কি না, সেটা সময় বলবে। কিন্তু তিনি প্রত্যাশা বাড়িয়ে রাখছেন।অধিনায়ক হিসেবে এটি তার সপ্তম টেস্ট। খেলেছেন মাত্র ১২টি ইনিংস। তার মধ্যেই পাঁচটি সেঞ্চুরি হয়ে গেল গিলের। ইনিংসের নিরিখে তৃতীয় দ্রুততম হিসেবে ৫টি সেঞ্চুরি করলেন তিনি। এর আগে

অ্যালিস্টার কুক (৯ ইনিংস) ও সুনীল গাভাসকর (১০ ইনিংস) এই রেকর্ড গড়েছিলেন। ভারতীয়দের অধিনায়ক হিসেবে পাঁচটি সেঞ্চুরি



আছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, মহেন্দ্র সিং ধোনি ও মনসুর আলি খান পতৌদিরা। এছাড়া বিরাট কোহলি ২০১৭ ও ২০১৮ মরশুমে একটি ক্যালেন্ডার বর্ষে ৫টি করে সেঞ্চুরি করেছিলেন। গিল তাঁকে স্পর্শ করে ফেললেন। অন্যদিকে ছাপিয়ে গেলেন রোহিত শর্মাকে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ইতিহাসে ভারতীয়দের মধ্যে এখন সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি গিলেরই। তার ১০টি সেঞ্চুরির পর আছেন রোহিত (৯), যশস্কী জয়সওয়াল (৭), ধ্রুত পন্থ (৬) ও কেএল রাহুল (৬)।দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে প্রথম

ভুবনেশ্বরে শুরু হল এশিয়ান টেবিল টেনিস টিম চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫



ভুবনেশ্বর, ১১ অক্টোবর (হি.স.)ঃ এশিয়ান টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ শনিবার ভুবনেশ্বরে শুরু হচ্ছে। এটি ২৮তম এশিয়ান টেবিল টেনিস টিম চ্যাম্পিয়নশিপের আসর। শনিবার থেকে শুরু হওয়া পাঁচ দিন ধরে কলিঙ্গা ইন্ডোর অ্যাথলেটিক্স স্টেডিয়ামে ২২টি এশিয়ান দেশের ৩০০ জনেরও বেশি প্রতিনিধি অংশ নেবেন। এই ইভেন্টটি আগামী বছর লন্ডনের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য বাছাইপর্ব হিসেবে কাজ করবে। মঙ্গলবার মানুষ শাহ এবং মানব ঠাকুরের নেতৃত্বে পুরুষ দল হকংয়ের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালের মুখোমুখি হবে। মহিলাদের শিরিরে, শ্রীজা আকুলা কাঁধের আঘাতের

চিকিৎসার উপর নির্ভর করবে ভারত। পুরুষ ও মহিলা দলে অংশগ্রহণকারী দেশঃ পুরুষ- চীন, চাইনিজ

তাইপেই, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, ভারত, জাপান, হংকং (চীন)। মহিলাঃ জাপান, চীন, হংকং (চীন), ভারত, ডিপিআর কোরিয়া, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র।

আজারবাইজানকে হারিয়ে বিশ্বকাপের মূল পর্বের টিকেট পাওয়ার কাছাকাছি দিদিয়ে দেশমের দল

প্যারিস, ১১ অক্টোবর (হি.স.)ঃ আজারবাইজানকে অনায়াসে হারিয়ে বিশ্বকাপের মূল পর্বের টিকেট পাওয়ার আরও কাছে পৌঁছে গেল দিদিয়ে দেশমের দল।প্যারিসে শুক্রবার রাতে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচটি ৩-০ গোলে জিতেছে দুইবারের বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়নরা। সারা ম্যাচ আক্রমণের বাড় তুলে ছিল ফ্রান্স। দুর্দান্ত এক গোলে দলকে এগিয়ে দেন কিলিয়ান এমবাপে। কিন্তু জয়ের আনন্দের মাঝে এমবাপের চোটা। অস্বস্তি নিয়ে মাঠ ছাড়েন রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। এর এক মিনিট পর এমবাপের বদলি হিসেবে নামেন তোভা। ছয় বছর পর জাতীয় দলে ফিরে আসা তোভা গোল করে দলকে ২-০তে এগিয়ে দেন।অন্য গোলটি করেন আদ্রিও



রাবিও। তিন ম্যাচ খেলে তিনটেতেই জয় বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের। এর ফলে ৯ পয়েন্ট নিয়ে ‘গ্রুপের শীর্ষে’ আছে ফ্রান্স। একই সময়ে শুরু আরেক ম্যাচে আইসল্যান্ডের বিপক্ষে ৫-৩ গোলে জয়ী ইউক্রেন। ৪

পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে তারা। ৬ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে আইসল্যান্ড। ১ পয়েন্ট নিয়ে তলানিতে আজারবাইজান। গ্রুপের শীর্ষ দল পাবে সরাসরি বিশ্বকাপের টিকেট।

প্রায়ই ঝামেলায় জড়াতে ইচ্ছা করে’, স্বীকার করেও কীভাবে নিজেকে সংযত রাখেন গম্ভীর?

১১ অক্টোবর ঃ গৌতম গম্ভীর। আচরণও যথেষ্ট ‘সংযত’। একসময় প্রায়ই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তেন। সেটা ক্রিকেট মাঠে হোক বা মাঠের বাইরে। কখনও দেশের প্রয়োজের সঙ্গে তো কখনও বিদেশিদের সঙ্গে। এখন তাঁর মাথায় দেশের কোটিংয়ের দায়িত্ব। নিজেকেও অনেক ‘সংযত’ করেছেন। এমন নয় যে এখনও ঝামেলায় জড়াতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু কেন ও কীভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেন গম্ভীর? দিল্লিতে চলছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের দ্বিতীয় টেস্ট। আহমেদাবাদে প্রথম টেস্ট সহজেই জিতেছে। দিল্লিতেও অঘটন ঘটান কোনও সম্ভাবনা নেই। প্রথম দিনে সম্প্রদায়কারী চ্যানেলে একটি সাক্ষাৎকারে গম্ভীর বলেন, আমি এখনও আগ্রাসী। কিন্তু একটা বিষয়ে এখন বদল এসেছে। যখনই আমি



ঘরে বাচা আছে। ক্রিকেট খেলার সময় পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সঙ্গে একাধিকবার বচসায় জড়িয়েছিলেন গম্ভীর। আবার আইপিএল চলাকালীন বিরাট কোহলির সঙ্গে তাঁর বিবাদের ঘটনাও যথেষ্ট বিতর্ক বাধিয়েছিল। সম্প্রতি রোহিতকে ওয়ানডে নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে

নেওয়া নিয়ে গম্ভীরের দিকে আঙুল তুলছেন অনেকে। তার উপর হর্ষিত রানাকে নিয়মিত সুযোগ দেওয়া নিয়েও অসন্তুষ্ট ভক্তরা। এর মধ্যে হর্ষিতকে নিয়ে আরও একটি বিতর্ক বেঁধেছে। টেস্ট শুরুর আগে গম্ভীর গোটা দলকে তাঁর নয়াদিল্লির বাসভবনে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গম্ভীরের বাড়িতে গিয়েছিলেন ভারতীয় দলের সকলেই। কিন্তু হঠাৎ দেখা যায় গম্ভীরের ‘ হর্ষিত রানাকে, যিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট দলে নেই। বিএমডব্লিউ চড়ে গম্ভীরের বাড়িতে আসেন তিনি। আগে জানা গিয়েছিল কেবল ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দলে থাকা ক্রিকেটারদের জন্যই। দলের প্রত্যেকে টিম বাস চেপেই গম্ভীরের বাড়ি যান। কিন্তু হর্ষিত আসেন দামি গাড়িতে। সেই নিয়ে বিতর্ক বেঁধেছে।

নতুন সংবিধান কার্যকর হওয়ার আগে ফেডারেশনের বক্তব্য শুনবেন প্রাক্তন বিচারপতি

নয়াদিল্লি, ১১ অক্টোবর ঃ ফুটবল সম্পর্কিত কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করা সুপ্রিম কোর্টের কাজ নয়। শীর্ষ আদালত শুধু কোনও বেনিয়াম বা সমস্যা তৈরি হলে সেই সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হতে পারে। AIFF-এর নতুন সংবিধান নিয়ে দায়ের হওয়া আর্জির ভিত্তিতে জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত এ প্রসঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নাগেশ্বর রাও এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির পরামর্শ চেয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট ফেডারেশনের নতুন সংবিধান নিয়ে যে রায় দিয়েছিল, তারই একটা খারা নিয়ে নতুন করে মূল্যায়ন চেয়েছিলেন ফেডারেশনের আইনজীবী। ফেডারেশনের নতুন সংবিধানে ২৫.৩ অনুচ্ছেদে বলা আছে, ফেডারেশনের কার্যকারী কমিটির সদস্য হলে তাঁকে রাজ্য সংস্থার পদ ছাড়তে হবে। যার অর্থ, রাজ্য ফুটবল সংস্থা অথবা সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থার মধ্যে সদস্য হিসাবে থাকার জন্য যে কোনও একটি সংস্থাকে বেছে নিতে হবে। এখানেই হচ্ছে মূল সমস্যা। ফেডারেশনের বর্তমান কার্যকারী কমিটিতে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হ্যারিস-সহ বেশিরভাগ সদস্যই কোনও না কোনও রাজ্য ফুটবল সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে আছেন। যারা ফেডারেশনের কার্যকারী কমিটির সদস্য হওয়ার পাশাপাশি রাজ্য ফুটবল সংস্থার কার্যকারী কমিটিরও সদস্য। ফলে সমস্যায় পড়েছেন তারা। ফেডা১রেশনে বর্তমান এই

কমিটির মেয়াদ রয়েছে আরও আট মাসের মতো। তারপরেই রয়েছে নির্বাচন। এই কমিটিতে এখন



থাকতে গেলে রাজ্য ফুটবল সংস্থার পদ ছেড়ে দিতে হবে।এদিকে আট মাস পরে ফেডারেশনের নির্বাচনে বর্তমান কার্যকারী কমিটির সদস্যরাই যে নির্বাচিত হবেন এরকম কোনও গ্যারান্টি নেই। সেইরকম হলে ফেডারেশনের পদও যাবে আবার রাজ্য ফুটবল সংস্থার পদও হাতছাড়া হবে। বলতে গেলে প্রশাসক হিসাবে ফুটবল মহল থেকে হারিয়ে যেতে হবে। তাই ফেডারেশনের কার্যকারী কমিটির বহু সদস্যরাই চাইছেন না রাজ্য ফুটবল সংস্থার পদ ছেড়ে দিয়ে মাত্র আট মাসের জন্য ফেডারেশনের কমিটিতে থাকতে। আর সত্যি সত্যিই যদি এই রকমটা হয় ফেডারেশনের কার্যকারী কমিটিতে শূন্যতা তৈরি হবে।ই সমস্যা কাটাতে ওই ধারায় পুনর্মূল্যায়ন চেয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে

তাই স্পষ্টতা প্রয়োজন। যার প্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালতের পিএস নরসীমা রাও আর এসএস চান্দ্রকরের ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, আন্দের ভারতীয় ফুটবলকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনও ইচ্ছা নেই। এই সমস্যাটা আদালতের বাইরেও মেটানো যেত। যাই হোক এ বিষয়ে প্রাক্তন বিচারপতি নাগেশ্বর রাও এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির মতামত নেবে শীর্ষ আদালত। ওই দুই বিচারপতিই ফেডারেশনের সংবিধান মামলা শুনছেন। কোর্টের তরফে জানানো হয়েছে, যিনি নতুন খসড়া সংবিধান তৈরি করেছেন সেই অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নাগেশ্বর রাও শনিবার সব পক্ষের কথা শুনবেন। তাঁর রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই সিদ্ধান্ত নেবে সুপ্রিম কোর্ট।

‘পুরানো শত্রু’ কাসপারভের কাছে হার ভারতের কিংবদন্তি দাবাড়ুর

১১ অক্টোবর ঃ পুরনো শত্রুর বিরুদ্ধে হার। তাও কি না ঘড়ি দেখতে ভুলে গিয়ে। হ্যাঁ, এমনই ভুল করলেন বিশ্বনাথন আনংদ। রাশিয়ান দাবা গ্যারি কাসপারভের বিরুদ্ধে সেটাই কাল হল। শেষ পর্যন্ত দুই গেম হাতে থাকতেই ১৩-১১ ব্যবধানে জিতলেন কাসপারভ। তবে সেট লুইস চেস ক্লাবে তিনদিনের টুর্নামেন্টে দুই কিংবদন্তির লড়াই তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করলেন দাবাপ্রেমীরা। ৩০ বছর আগে নিউ ইয়র্কের ওয়াল্ট ট্রেড সেন্টারে আনন্দ ও কাসপারভের লড়াই এখনও চর্চিত হয়। ফলে ৮ থেকে ১০ অক্টোবর ২০২৫ ক্লাব চেসে দুজনের মোকাবিলা নিয়ে ব্যাপক চর্চা ছিল। প্রথম দিনে পিছিয়ে থাকার

যে কী হল! ঘড়ির দিকে তাকাতো পুরো ভুলেই গেলো। আমি সাধারণত এরকম ভুল করি না। কিন্তু



তৃতীয় দিনে কামব্যাক করলেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারলেন না আনন্দ। শেষ দিনের লড়াইয়ের আগে কাসপারভ ৫ পয়েন্ট এগিয়ে ছিলেন। জিততে হলে আর মাত্র ৩ পয়েন্ট দরকার ছিল। শেষ পর্যন্ত দুই গেম বাকি থাকতেই জিতে যান কাসপারভ। চ্যাম্পিয়ন হয়ে

নিয়মকানুনও অনেক বদলেছে। তারপরও কের দেখা হওয়ায় ভালোই লাগছে। আমার তো মনে হচ্ছে, এখনও আমার মধ্যে খেলার প্রতিভা বেঁচে আছে। যদিও শেষ দিনে দুটি ব্লিজ গেম জেতায় ১৬০০০ মার্কিন ডলার বোনাস জিতেছেন। ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ১৪ লক্ষ টাকা।

সুচিকিৎসা

২৭ বর্ষ • একাদশ সংখ্যা • ১ অক্টোবর ২০২৫

ডায়াবেটিস ও চিকিৎসা

শারদ শুভেচ্ছা

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন